মাসিক
# পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

মার্চ ২০২৫
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩১
রমাদান ১৪৪৬
বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ০৬

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

## সূচীপত্র

**সম্পাদকীয়** ॥ ৩
**দারসুল কুরআন**
দীন ইসলাম থেকে উদাসীন থাকার পরিণতি
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫
**দারসুল হাদীস**
আল্লাহ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ॥ ১৭
**চিন্তাধারা**
বিশ শতকের ইসলামী রেনেসাঁ এবং সৌদি আরব
আবুল আসাদ ॥ ২৬
সৎ মানুষ তৈরী করাই সিয়ামের মূল লক্ষ্য
ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী ॥ ৩৬
ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস আস্‌সুন্নাহ
প্রফেসর এবিএম মাহবুবুল ইসলাম ॥ ৪৫
**আন্তর্জাতিক**
আফগান পরিস্থিতি ॥ মীযানুল করীম ॥ ৫৩
**প্রশ্নোত্তর** ॥ ৫৯

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

**যোগাযোগ :**

**সম্পাদকীয় বিভাগ :** ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
**সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান :** কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925
**মূল্য : পঞ্চাশ টাকা**

# মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. **এজেন্সী**

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

**দেশে ও বিদেশে পত্রিকা পাঠানোর ডাক খরচ**

| দেশের নাম | সাধারণ ডাক খরচ | রেজিঃ ডাক খরচ |
|---|---|---|
| ✳ বাংলাদেশ | ৭০০/- | ৭০০/- |
| ✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল | ১৩৫০/- | ১৬০০/- |
| ✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া | ১৬০০/- | ১৯০০/- |
| ✳ আফ্রিকা, ইউরোপ | ২৬০০/- | ২৮০০/- |
| ✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া | ২৮০০/- | ২৯০০/- |

২. **গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম**

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা)-এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়। অথবা-
- ✳ ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

**ম্যানেজার**
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ
**বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার**
**২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।**
ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

# মাহে রামাযান সংযম ও সহমর্মিতার মাস

অফুরন্ত কল্যাণের মহান বার্তা নিয়ে মাহে রামাযান আমাদের মাঝে সমাগত। এ মাস বরকতময়। এ মাসেই মানবতার হিদায়াতের জন্য মহাগ্রন্থ আলকুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মাহে রামাযান আত্মগঠন, আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম ও সহমর্মিতার প্রশিক্ষণের মাস। প্রতিটি মুসলিমের জন্য এ মাস মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ নিয়ামাত। এ মাসকে তাই যথাযথভাবে পালন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য।

রামাযানুল মুবারাকে সাওম পালনের পাশাপাশি আত্মগঠনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হতে হবে। এজন্য কুরআন-হাদীসের ব্যাপক চর্চা করা, ফরয সালাত নিয়মিত জামা'আতের সাথে আদায় করা, রাত্রি জাগরণ করে তারাবীহসহ সাধ্যমত নফল সালাত আদায় করা, যিকির আযকার ও ইস্তিগফার বেশি বেশি করা, ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কাজ করা অর্থাৎ লোকদেরকে ইসলামের দিকে ডাকা ও ইসলাম প্রতিপালনে উৎসাহিত করা এবং ইসলামের আলোকে নিজের 'আমল-আখলাককে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে যে, সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে নিজেকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই সাওমের মূল লক্ষ্য। এ জন্য তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য রামাযানের সাওমকে প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সাওমের দাবি অনুযায়ী বর্জনীয় দিক গুলোকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলার অভ্যাস করতে হবে। আর সেগুলো হলো- মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অন্যায় কাজ, কুফরী কথা ও কাজ, প্রতারণা, গীবৎ ও পরনিন্দা, কারো প্রতি মিথ্যা অভিযোগ বা ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, কাউকে গালি দেওয়া, ঝগড়া-বিবাদ করা, রাগত অবস্থায় উচ্চস্বরে কথা বলা, হিংসা-বিদ্বেষ, অশ্লীল কথা ও কাজ, জাহিলিয়াত বা ইসলাম পরিপন্থী কাজ, ওজনে কম দেওয়া, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, অন্যায়ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, দুর্নীতি ইত্যাদিসহ আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ সকল কাজ। সাওমের মাধ্যমে এগুলোকে বর্জনের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ, সুন্দর ও সৎ মানুষে পরিণত হওয়া সম্ভব, যা একটি পরিমার্জিত সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়ক হবে।

'নাফসে আম্মারা' বা কু-প্রবৃত্তি এমন একটি পাশবিক বৃত্তি যা মানুষকে অন্যায়-অপকর্ম, ভোগ বিলাস ও যৌন লিপ্সার প্রতি উদীপ্ত করে। ফলে এ প্রবৃত্তির প্রাবল্য অর্থলিপ্সা ও যৌন লালসা জাগ্রত করে এবং লাগামহীন অপকর্মে লিপ্ত

করে। সাওম এ প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিয়ে এটিকে অবদমিত করে এবং অন্যদিকে সু-প্রবৃত্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে। ফলশ্রুতিতে সাওমের অনুশীলনের দ্বারা সাওম পালনকারী ব্যক্তি আত্মসংযমী, ধৈর্যশীল ও সহনশীলরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে এবং আর্থ-সামাজিক ও যৌন অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

সাওম একটি কঠিন ইবাদাত। এতে দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকতে হয়। ফলে ক্ষুধার কি কষ্ট তা সাওম পালনকারী যথার্থভাবে অনুভব করতে পারে। এতে সাওম পালনকারীর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। দরিদ্র, অসহায় এবং ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি দরদী ও সহমর্মী হওয়ার সুযোগ পায়। এ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাকে দরিদ্রদের প্রতি দয়ার হস্ত সম্প্রসারণে অনুপ্রাণিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসে দান-খায়রাত এবং সাওম পালনকারীকে ইফতার করানো ও পরিতৃপ্ত করে খাওয়াতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ মাসের একটি দান অন্য মাসের সত্তরটি দানের সমান। এ মাসে কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করালে বা পেট ভরে খাওয়ালে সাওম পালনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি সৃষ্টি হয় বলেই হাদীসে এ মাসকে 'শাহরুল মুয়াসাত' বা সহমর্মিতার মাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটি এমন এক অনুভূতি যা ধনী ও গরীবের মধ্যে সেতুবন্ধন এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করে ও ধনী-গরীবের ব্যবধান হ্রাস করে, পরস্পরকে করে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ।

সাওমকে হাদীসে 'ঢাল' বলা হয়েছে। দুনিয়াতে অন্যায়, অনাচার ও পাপাচার থেকে এবং আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সাওম বাস্তবিকই এক সুদৃঢ় ঢাল। তবে সে জন্য গতানুগতিকভাবে নয় বরং উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে ভেবে-চিন্তে ও পর্যালোচনা করে যথাযথভাবে সাওম পালন করা আবশ্যক।

মাহে রামাযান মহাগ্রন্থ আলকুরআন নাযিলের মাস। আলকুরআন বিশ্ব মানবতার হিদায়াত, জীবন সমস্যার সমাধান এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী এক নির্ভুল জীবন বিধান। এ বিধান বাস্তবায়িত হলে সমাজ সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তিতে ভরে উঠবে। তবে কুরআনের আলোকে সমাজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু লোকের প্রয়োজন। কুরআন ও রামাযানকে যথাযথভাবে অনুশীলন করে নিজেকে সেই কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করাই প্রতিটি মুসলিমের প্রধান প্রতিপাদ্য হওয়া উচিৎ। ■

# দীন ইসলাম থেকে উদাসীন থাকার করুণ পরিণতি

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}

**অনুবাদঃ** 'আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিল, হ্যাঁ। আমরা সাক্ষী রইলাম যে, তোমরা যেন কিয়ামাতের দিন না বল, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পিতৃপুরুষরাও তো আমাদের আগে শিরক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি আপনি বাতিল লোকেরা যে কর্ম করেছে তার কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? আর এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি আর যাতে তারা ফিরে আসে', [আল আ'রাফ- ৯: ১৭২–১৭৪]।

**নামকরণঃ** সূরাটির ৪৬ নং আয়াতে উল্লেখিত 'আল আ'রাফ' শব্দটিকেই নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান। এ সূরাতে 'আল আ'রাফ' নামক স্থানের অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

**নাযিলের সময়কালঃ** এটি মাক্কী যুগে নাযিল হওয়া একটি সূরা। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এটি মাক্কী যুগের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে।

**মূল বিষয়বস্তুঃ** তাওহীদ, রিসালাত গ্রহণ করে নেয়ার জন্য মক্কাবাসীদেরকে আহ্বান করা হয়েছে। তাছাড়াও সূরাটিতে আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করার শাইতানের প্রতিজ্ঞা, আদম ও তার স্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা করা, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মধ্যে আলোচনা, আল্লাহ তা'আলাকে ডাকার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের রাসূল, আল্লাহর রাসূল গায়েব জানতেন না, তবে আল্লাহ তাকে যতটুকুন অবহিত করেছেন ততটুকুন তিনি জানেন,

জাহান্নামবাসী মানুষ ও জীন চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট প্রভৃতির আলোচনা করা হয়েছে।

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও তাফসীর:** আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى **'আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব আদম–সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিল, হ্যাঁ'**। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অনেক বড় প্রতিশ্রুতির কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যে প্রতিজ্ঞা পৃথিবীতে কোন সৃষ্টির আগমনের পূর্বেই মহান সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এটিই 'প্রাচীন অঙ্গিকার'। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকারের বর্ণনা রয়েছে। নাবী– রাসূলগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তাদের প্রতি অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য। প্রত্যেক নাবী ও রাসূলের উম্মাতগণের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের নাবী –রাসূলগণের সঠিকভাবে আনুগত্য করে। আরো বিশেষ বিশেষ অঙ্গিকার নেয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গিকার হচ্ছে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সকল নাবী– রাসূলগণের নিকট থেকে নেয়া হয়েছে যে, তারা যদি জীবিত থাকেন তাহলে তারা ও তাদের উম্মাত সর্বশেষ রাসূল ও উম্মী নাবীর অনুসরণ করবেন এবং তাকে সাহায্য সহযোগীতা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

**{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ}**

'আর স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ নাবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী একজন রাসূল আসবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং তার উপর আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম', [আলু 'ইমরান– ৩: ৮১]। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের নিটক থেকে তারা পৃথিবীতে আগমন করার পূর্বেই গৃহীত সেই 'প্রাচীন অঙ্গীকার' এর কথা বর্ণনা করছেন, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ১/৮৪৩]।

উপর্যুক্ত আয়াতে গৃহীত 'অঙ্গীকার' গ্রহণের তাফসীরে দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে; এক. এখানে যে অঙ্গীকার নেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা ফিতরাত বা স্বভাবজাত দীনের উপর মানুষকে সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে, যাতে তারা কোন প্রকার পারিপার্শ্বিক প্রভাব দ্বারা আক্রান্ত না হলে আল্লাহর অস্তিত্ব ও রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাসী হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রশ্ন ও মানবজাতির উত্তর সবই 'লিসানুল হাল' বা বাস্তব অবস্থা যেন বলছিল ও স্বীকৃতি দিচ্ছিল

যে, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাসী। এর সমর্থনে আল কুরআনের আয়াত ও সাহীহ হাদীস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানব শিশুকে ফিতরাত বা স্বভাবজাত দীনের উপর সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের পিতা–মাতা তাদেরকে বিপথগামী করে। শাইতান তাদেরকে দীন থেকে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

'আল্লাহর ফিতরাত (দীন ইসলাম) যার উপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না', [আর–রূম– ৩০: ৩০]। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

'প্রত্যেক আদম শিশু ফিতরাতের (ইসলামের স্বভাবের) উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা–মাতা তাকে ইহুদী বানায় বা তাকে খৃষ্টান বানায় কিংবা অগ্নিপুজক বানায়, যেমন পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চাই প্রসব করে, তাতে কি কান কাটা (কিংবা অঙ্গহানী) দেখতে পাও?', [সাহীহুল বুখারী ২/১০০, নং ১৩৮৫, সাহীহ মুসলিম ৪/২০৪৭, নং ২৬৫৮]। ইসলামী বিশেষজ্ঞ অনেকে এ মতের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। যেমন; ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবন কাসীর, ইবন আবিল 'ইযয আল হানাফী ও 'আব্দুর রাহমান আস সা'দী প্রমূখ, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/৮৪৪]।

দুই. মহান আল্লাহ আদম 'আলাইহিস সালামের পিঠ থেকে তার সন্তানদেরকে বের করে তাদের কাছ থেকে তিনি মৌখিক অঙ্গীকার নিয়েছেন। আল কুরআনের কতিপয় আয়াত এবং কিছু হাদীসের বাণী এ মতকে সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}

'যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত', [আল–বাকারাহ– ২: ২৭]। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

'আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য ডাকছেন, অথচ আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক', [আল–হাদীদ– ৫৭: ৮]। এই আয়াতের অঙ্গীকার গ্রহণ করা বলতে কোন কোন মুফাসসির; যেমন মুজাহিদ (রহ) এর মতে আদম ('আ) এর পৃষ্টদেশ থেকে তার

সন্তানদের বের করার পর তাদের সবার নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, [তাফসীরুল বাগাভী ৫/২৭, তাফসীরুল কুরতুবী ১৭/২৩৮]। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

**يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي**

'মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে অল্প শাস্তিতে লিপ্ত জাহান্নামবাসীকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব তোমার হয় তাহলে কি তুমি এ আযাবের বিনিময় হিসেবে দিতে? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার কাছে তার থেকেও সামান্য জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের পিঠে ছিলে, তা হল, আমার সাথে শিরক কর না। কিন্তু তুমি শিরক ছাড়া কিছু করলে না', [সাহীহুল বুখারী ৮/১১৫, নং ৬৫৫৭, সাহীহ মুসলিম ৪/২১৬০, নং ২৮০৫]।

**মহান আল্লাহর বাণী, شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 'আমরা সাক্ষী রইলাম যে, তোমরা যেন কিয়ামাতের দিন না বল, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম'**। অর্থাৎ এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন এ যুক্তি পেশ করতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম, উদাসীন ছিলাম। এ কথার মাধ্যমে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সৃষ্টির সময় এই অঙ্গীকারের ফলে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র 'রব' হিসেবে স্বীকার না করে কোন উপায় থাকবে না, [তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৫০৬]। আয়াতে 'আমরা সাক্ষী রইলাম' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কারো মতে ফেরেশতাগণ বলেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহানাহু তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন ফেরেশতাগণ বলেছেন, আমরা সাক্ষী রইলাম যে, তোমরা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করে নিয়েছো। কারো মতে এটি আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণের উক্তি। আবার আরেক দল বলেন, এটি আল্লাহ বান্দাদের উক্তি যে, তারা পরস্পর পরস্পরের সাক্ষী রইল যে, তারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছে, [তাফসীরুল কুরতুবী ৭/৩১৮, ফাতহুল কাদীর ২/৩০০]।

'আরবীতে 'গাফলত' (**الغَفْلَة**) বা উদাসীনতার অনেক অর্থ রয়েছে, যেমন; (১) পরকাল ভুলে দুনিয়ার প্রতি মোহবিষ্ট হওয়া, (২) কামনা-বাসনা এবং ভোগ-মত্তে নিমজ্জিত থাকা, (৩) আল্লাহর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাশূণ্য অন্তর, আল্লাহর আনুগত্যে শিথিলতা। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

**{أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}**

'এরাই তারা আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখের উপর সীলগালা করে দিয়েছেন। আর এরাই হলো গাফিল', [আন্- নাহল- ১৬: ১০৮]।

**গাফলত বা উদাসীনতার প্রকার:** 'গাফলত' দু'প্রকার; **এক.** উদ্দেশ্য প্রনোদিত উদাসীনতা; এ প্রকারের উদাসীনতায় লিপ্ত মানুষেরা কুফর, শিরক, নিফাক ও পাপাচারের উপর অটল থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

**{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}**

'মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের অংশ, তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে আর তারা তাদের হাতগুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন; মুনাফিকগণ তো ফাসিক', [আত্–তাওবাহ- ৯: ৬৭]।

**দুই. উদ্দেশ্যহীন গাফলতী** ও উদাসীনতা, অর্থাৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এ প্রকারের গাফলতীর প্রকৃতি হচ্ছে, বান্দা হঠাৎ গুনাহ করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে এবং সে পাপকর্ম ছেড়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রনিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন,

**{وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا}**

'আর আমরা তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, আর আমরা তার মধ্যে সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি', [ত্বা–হা– ২০: ১১৫]। অর্থাৎ আদম ('আ)কে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তিনি তা ত্যাগ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ কাজটি করে ফেলেছেন। অধিকাংশ মুফাসসির এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। যদিও এখানে অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে, [তাফসীরুল কুরতুবী ১১/২৫১, ফাতহুল কাদীর ৩/৪৫৯]। মহান আল্লাহ তা'আলা গাফলতী থেকে সাবধান করেছেন এবং পূর্ববর্তীদের ঘটনাক্রম থেকে শিক্ষা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

**{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}**

'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। এরাই তো ফাসিক', [আল–হাশর– ৫৯: ১৯]। আল্লাহর কিছু বান্দা কখনো নিজেদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতাকে নিজেদের থেকে অপরাধকে সরিয়ে রাখতে যুক্তি হিসেবে পেশ করে। এর মাধ্যমে তারা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের যৌক্তিতা তুলে ধরতে চায়। কিন্তু দারসের আলোচ্য আয়াত এবং অন্য আরো আয়াতে তাদের এ ধরনের যুক্তিকে খোঁড়া যুক্তি হিসেবে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাপ তাদেরকে ঘাড় মটকিয়ে উদাসীনতার করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

**{أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ}**

'যেন তোমরা না বল যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল; আমরা তাদের পাঠ ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে তো উদাসীন ছিলাম', [আল–আন'আম– ৬: ১৫৬]।

**গাফলতীর মারাত্মক পরিণতি; (১) গাফলতীর দরুন আল্লাহর প্রতি চরম অজ্ঞতা প্রদর্শন করে**, ফলে তাঁর হকের প্রতি কোন তোয়াক্কা করে না, তাঁর অধিকার ও বিধানকে গুরুত্ব দেয় না। পরকালকে তুচ্ছভাবে দেখে এবং দুনিয়ার প্রতি মোহবিষ্ট হয়। দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

**{ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}**

'তারা দুনিয়ার জীবনের প্রকাশ্য দিক সম্পর্কে অবগত, আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে উদাসীন', [আর- রূম- ৩০: ৭]। অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ বিলাসের উপকরণ সম্পর্কে আমরা পূর্ণ জ্ঞান রাখি।

**২. গাফিল ব্যক্তিদের অন্তর ও চোখ –কান সীলগালা যুক্ত হয়,** ফলে তারা কোন ভাল উপদেশ শোনে না এবং মানেও না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

**{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}**

'এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখ মোহর করে দিয়েছেন। আর তারাই গাফিল', [আন নাহল, ১৬: ১০৭-৮]।

**৩. সত্য বিমুখ হয় এবং বাতিলকে সাহায্য করে**, এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

**{سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ}**

'যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্যে যে, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা গাফিল ছিল', [আল- আ'রাফ- ৭: ১৪৬]।

**৪. গাফলতী এক দুরারোগ্য ও সংক্রামক ব্যাধি;** এ ব্যাধি এত ব্যাপক যে, কোন ব্যক্তিই যেন এ রোগ থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

**{وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ}**

'আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই আমাদের নিদর্শন সম্পর্কে গাফিল', [ইউনুস- ১০: ৯২]। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ অনেক নিদর্শন দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শিক্ষনীয় নিদর্শন দেখেও যেন তারা না দেখার ভান করে। কঠিন পরিণতি তাদের জন্য অবধারিত।

**৫. পরকালের সমূহ ক্ষতি;** উদাসীন ব্যক্তিগণ পরকালে কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

'নিশ্চয় যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে, আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফিল, তাদেরই বাসস্থান হচ্ছে আগুন, তাদের কৃতকর্মের কারণে', [ইউনুস– ১০: ৭–৮]।

**৬. শাইতান গাফিল ব্যক্তির সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়,** আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ}

'আর যে রাহমানের যিকর থেকে বিমুখ হয় আমরা তার জন্য এক শাইতান নিয়োজিত করি, অতঃপর সে তার সহচর হয়', [আয্– যুখরুফ– ৪৩: ৩৬]। এসব পরিণতি একজন ব্যক্তির জন্য কেবল ধ্বংসই ডেকে আনে।

**উদাসীনতার কারণ;** মানুষের উদাসীন হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে;

**এক. দীর্ঘ পার্থিব আশা,** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}

'তাদেরকে ছাড়ুন, তারা খেতে থকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক। অতঃপর অতিসত্বর তারা জানতে পারবে', [আল–হিজর- ১৫: ৩]।

**দুই. কুরআন কারীম ত্যাগ করা,** এ শ্রেণীর মানুষ কুরআন অধ্যয়ন করে না, কুরআন অনুযায়ী 'আমল করে না এবং কুরআন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ}

'মানুষের হিসেব– নিকেশের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই তাদের কাছে তাদের রব এর কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা কৌতুকচ্ছলে শোনে। তাদের অন্তর অমনোযোগী থাকে', [আল–আম্বিয়া–২১ : ১– ৩]।

**তিন. দুনিয়াপ্রীতি ও দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়া,** মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}

'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত আর আখিরাত সম্পর্কে তারা উদাসীন', [আর– রূম–৩০: ৬– ৭]।

যারা গাফিল তাদের অনুসরণ করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}

'আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে অনমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করেছে ও যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে', [আল–কাহ্ফ– ১৮: ২৮]।

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

**مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ**

'যে ব্যক্তি মরুভূমিতে বসবাস করে সে শক্ত মন–মানষিকতা সম্পন্ন হয় আর যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে শিকার কাজে ব্যস্ত থাকে সে উদাসীনতার জালে আটকে যায় আর যে শাসকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে সে ফিতনা– ফাসাদে পতিত হয়', [সুনান আবি দাউদ ৩/১১১, নং ২৮৫৯, সুনানুত তিরমিযী ৪/৯৩, নং ২২৫৬, সুনানুন নাসাঈ ৭/১৯৫, নং ৪৩০৯, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]। এ হাদীসে শিকার কাজে নিমগ্ন থাকাকে গাফিলতির কারণ বলা হয়েছে। খেল–তামাশা এবং কামনা– বাসনার ফুর্তির উপকরণ, বর্তমান সময়ের ইলেকট্রনিক ও নেট দুনিয়া কেন্দ্রিক খেলাধুলা এবং আরো অনেক বিষয় যুব সমাজকে নিমজ্জিত করে রেখেছে। এগুলোর মধ্যে ডুবে থেকে তারা তাদের শক্তি–সামর্থ, মানষিক স্পৃহা ও সময় ধ্বংস করছে এবং দীন ও দুনিয়ার অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। এ জন্যে করুণাময় আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে উদাসীনতা থেকে সাবধান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

**{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ}**

'আর আপনি সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার রবকে নিজ মনে স্মরণ করুন বিনয়ের সাথে, ভয়চিত্তে ও অনুচ্চস্বরে আর উদাসীনদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না', [আল– আ'রাফ– ৭: ২০৫]। তাছাড়াও দুনিয়ার সুখ– ভোগ যেন আল্লাহর দীনের আনুগত্য থেকে বিমুখ না করে, সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

**{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}**

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান– সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত', [আল– মুনাফিকূন– ৬৩: ]। অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ পতিত হয়ে আল্লাহর দীন থেকে উদাসীন হয়ে পড়ো না।

**গাফলতি থেকে বাঁচার উপায়, (১) আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দীন ও শারী'য়াত** সম্পর্কে **যথার্থ জ্ঞান অর্জন** করা। মহান আল্লাহ বলেন,

**{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}**

'আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? জ্ঞানীলোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে', [আয– যুমার–৩৯ : ৯]। **(২) মনোযোগ, বিনয় ও জামা'য়াতের সাথে** সালাতের হিফাযত করা। মাহন আল্লাহ বলেন, **{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}** 'আমার

স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর', [ত্বা-হা- ২০ : ১৪]। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ

'যে ব্যক্তি এই ফারয সালাতগুলোর হিফাযত করবে সে ব্যক্তি গাফিলদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হবে না', [আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ১/৪৫২, নং ১১৬০, সাহীহ ইবন খুযাইমাহ ২/১৮০, নং ১১৪২, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]। (৩) **বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করা**, কেননা আল্লাহর যিকর অন্তরকে সতেজ করে এবং যিকরের মাধ্যমে হৃদয়-মন প্রশান্তি লাভ করে। সার্বক্ষণিক যিকরের কারণে বান্দাগণ গুনাহ ও নাফরমানী থেকে রক্ষা পায়। এ সম্পর্কে উপর্যুক্ত সূরা আল-আ'রাফ এর ২০৫ আয়াত দ্রষ্টব্য। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ

'যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে আর যে তার রবকে স্মরণ করে না, তার উদাহরণ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মত', [সাহীহুল বুখারী ৮/৮৬, নং ৬৪০৭]। **(৪) নিয়মিত কুরআন কারীমের তিলাওয়াত**, আল কুরআন অধ্যয়ন এবং গবেষণা করার মাধ্যমে উদসীনতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ আল- কুরআন হচ্ছে আত্মার খোরাক এবং হৃদয়-মনের আরোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}

'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমাত', [বানূ ইসরাঈল- ১৭: ৮২]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ

'যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত পাঠ করে তাকে গাফিলদের মধ্যে লেখা হয় না', [সুনান আবি দাউদ ২/৫৭, নং ১৩৯৮ , আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ১/৭৪২, ২০৪১, আলবানী হাদীসেটি সাহীহ বলেছেন]। **(৫) 'আলিম ও সৎলোকদের সাথে উঠাবসা করা**, মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}

'আর আপনি নিজেকে তাদেরই সাথে ধৈর্যের সাথে রাখবেন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবকে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে', [আল-কাহফ- ১৮: ২৮]। **(৬) অসৎসঙ্গ ত্যাগ এবং মদ-মত্ততার আড্ডা থেকে দুরে থাকা,** মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}

'আর তিনি তো তোমাদের উপর কিতাব নাযিল করেছেন যে যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না', [আন- নিসা- ৪:

১৪০]। অর্থাৎ কোথাও লোকেরা একত্রিত হয়ে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার বা ঠাট্টা–বিদ্রুপ করতে থাকে, এরূপ বৈঠক ও মজলিশে যোগদান করা বসা মুসলিমদের জন্য হারাম। বাতিলপন্থীদের মজলিশেও তাদেরকে সৎপথে আনায়নের উদ্দেশ্য ছাড়া বসা হারাম। **(৭) উদাসীনতা থেকে বাঁচার জন্য করুণাময় আল্লাহর নিকট বেশী বেশী দু'আ করা,** নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

**مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو، لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلَا بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، قَالَ: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ**

'যে কোন মুসলিম যখন দু'আ করে, যাতে গুনাহ করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন বিষয় না থাকে, তাহলে তিনি তাকে তিনটির যে কোন একটি দান করেনই; হয় তার প্রার্থীত দু'আ দ্রুত কবূল করবেন, কিংবা তা তার জন্য আখিরাতে জমা করে রাখেন অথবা তার থেকে অনুরূপ কোন অনিষ্টতা রোধ করে দেন। তারা বলল, তাহলে তো আমরা বেশী বেশী দু'আ করব। তিনি বলেন, আল্লাহ অধিক দু'আ কবুনকারী', [মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১৭/২১৩, নং ১১১৩৩, আল–বুখারী, আল–আদাবুল মুফরাদ ১/২৪৮, ন৭১০, আল–মুস্তাদরাক ১/৬৭০, নং ১৮১৬, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]। **(৮) মৃত্যু ও পরকালের কথা অধিক পরিমাণ স্মরণ করতে** হবে। উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতে পারলে আশা করা যায় যে, উদাসীনতা ও গাফলতী থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

**আল্লাহ তা'আলার বাণী, أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 'কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পিতৃপুরুষরাও তো আমাদের আগে শিরক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি আপনি বাতিল লোকেরা যে কর্ম করেছে তার কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? আর এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি আর যাতে তারা ফিরে আসে'**। এ আয়াতে অঙ্গীকার নেয়ার আরেকটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমি এ জন্যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি যে, তোমরা আবার কিয়ামাতের দিন এমন ওযর –আপত্তি পেশ না করে বসো যে, শিরক ও মূর্তিপুজা তো প্রকৃত পক্ষে আমাদের বাপ- দাদারা করেছিল, আর আমরা তো তাদের অনুকরণ করেছি মাত্র। তাই বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন! আল্লাহর নিকট তাদের এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ তাদেরকে অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি বরং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের গাফলতীর দরুন তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সৃষ্টির সময়ই তাদের মানষিকতা দেয়া হয়েছিল যে, সামান্য চিন্তা করলেই তাদের বুঝতে কষ্ঠকর ছিল না যে, একজন্য রব রয়েছেন, আমাদেরকে তাঁরই ইবাদাত করতে হবে, [তাফসীরুত তাবার ১/৪১১, তাফসীরুল বাগাভী ২/২৪৮, ফাতহুল কাদীর ২/৩০০]।

**শিক্ষাসমূহ,** এ আয়াত কটিতে অনেক শিক্ষা রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় শিক্ষা নিম্নে উল্লেখ করা হলো;

**এক.** মহাকৌশলী আল্লাহ আদম সন্তানদের সকলকে সৃষ্টি করে তাদের কাছ থেকে তাঁর একমাত্র রব হওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। সকল মানুষ বিশেষ করে মু'মিন–মুসলিমদের সেই প্রতিশ্রুতির কথা সর্বদা স্মরণ করে দুনিয়ার জীবন যাপন করা উচিত।

**দুই.** সমাজের ও পূর্বপুরুষের অনুসরণের কোন ওযর– আপত্তি কোনভাবেই গৃহীত হবে না। তাই অযুহাত পেশের ব্যাপারে সতর্ক থাকা একান্ত কর্তব্য।

**তিন.** গাফলতী, উদাসীনতা, শিথিলতা ইত্যাদি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক রোগ। দারসে উল্লেখিত উপায়– উপকরণ অবলম্বন করে এই রোগ যেন শরীর ও মন–মানষিকতায় জায়গা করে নিতে না পারে। সে ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত।

**চার.** মানব সন্তান জন্মগত ও স্বভাবগতভাবেই তাওহীদে বিশ্বাস হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। বাইরের পরিবেশ তাকে বিপথগামী করে। প্রত্যেকের উচিত স্বভাব ও প্রকৃতিগত বিশ্বাসের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কোন পরিবেশ যাতে তৈরী হতে না পারে তার প্রতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

**পাঁচ.** করুণাময় আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয়া ও তাঁর একান্ত সাহায্য কামনা করা মু'মিনদের দৈনিন্দন জীবনের কর্ম হওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আয়াতের শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!!

**প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ**


## দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্মানিত ক্রেতাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র মাহে রামাদান উপলক্ষ্যে আগামী ২ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের বইগুলো নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রে পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে বিক্রয় করা হবে।

ডাক ও কুরিয়ারযোগে দেশের যে কোন জেলায় বই পাঠানো হয়।

**বিক্রয় কেন্দ্র :**

**বাংলা বাজার ঃ** ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, দোকান নং-১৫ (নীচতলা), ঢাকা। ০১৭৪১-৬৭৭৩৯৯

**কাঁটাবন ঃ** কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

১৬ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

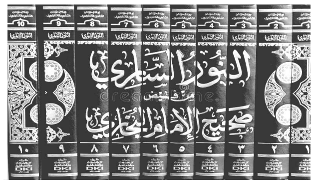

# আল্লাহ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

**عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ». ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ) .**

**অনুবাদ :** উকবা ইবন আমির (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে কোনো ব্যক্তির অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে দুনিয়ার কাঙ্ক্ষিত বস্তু সামগ্রী দান করে যাচ্ছেন, তখন (বোঝবে) তা অবকাশদান মাত্র। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তিলাওয়াত করেন : তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো যখন তারা তা ভুলে গেলো, তখন আমি তাদের জন্য (সুযোগ-সুবিধার) সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হলো, যখন তারা তাতে উল্লসিত হলো তখন অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তারা নিরাশ হয়ে গেলো (সূরা আল-আন'আম, ৬ : ৪৪। আহমাদ নং ১৭৭৭৪)

**ব্যাখ্যা :** মানুষ, মহান আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি হলেও সামগ্রিকভাবে সে স্বাধীন নয়। দুনিয়া তার জন্য পরীক্ষাক্ষেত্র, অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র নয়। দুনিয়াতে তার করণীয় কিংবা বর্জনীয় কী হবে, তা হাতে কলমে শিক্ষাদানের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীতে আসমানী কিতাবসহ অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। কিন্তু শয়তান ও প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে সে সেই শিক্ষা ভুলে বেপরোয়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে মনে করে। সে ভুলে যেতে থাকে তার দুনিয়া-পরবর্তী আখিরাতের অনন্ত জীবনের কথা। তার এই বল্গাহীন জীবন আদৌ যথার্থ কিনা, তা স্পষ্ট করাই এই দারসের লক্ষ্য।

যেসব মানুষ বল্গাহীন জীবন যাপন করা সত্ত্বেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনাতিপাত করছে তারা মনে করছে, তারা যেভাবে দিন যাপন করছে, তাই যথার্থ এবং তারা সঠিক পথেই রয়েছে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সামগ্রিকভাবে ধোঁকা। মহান আল্লাহ বলেন-

**وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ – أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ–**

"এবং তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়ে বেড়াবার অবকাশ দেন। এরা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত হয়নি"। (সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৫-১৬)

মানুষ স্বভাবজাতভাবে মনে করে, সে যা করছে তা যথার্থ কিন্তু কখনো কখনো তার ধারণা সঠিক হয় না, বরং তা অমূলক প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ – نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছি, তদ্দ্বারা তাদের জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি ? না, তারা বুঝে না"। (সূরা আল-মুমিনূন, ২৩ : ৫৫-৫৬)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا .الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا .أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا . ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا .

"বলো, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিবো কাজে-কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের। তারা হলো, ঐসব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে, তারাই ভাল কাজ করছে। তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি ও তাঁর সাথে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্মফল নিষ্ফল হয়ে যাবে। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোনো ব্যবস্থা রাখবো না। জাহান্নাম, এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে"। (সূরা আল-কাহ্ফ, ১৮ : ১০৩-১০৬)

মানুষ যখন দেখে সে যা করছে তাতে তার কোনো সমস্যা তো হচ্ছেই না, বরং দিন দিন উন্নতি হচ্ছে, এমতাবস্থায় হঠাৎ করে তার ওপর বিপদ চেপে বসে কিন্তু সে টেরও পায় না। এটাই হচ্ছে অবকাশদান। মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

"তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তারা যখন তা বিস্মৃত হলো, আমি তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তাদের  যা দেয়া হলো এবং যখন তারা তাতে উল্লসিত হলো তখন অকস্মাৎ আমি তাদের ধরে ফেললাম। ফলে তারা নিরাশ হয়ে গেলো। অতঃপর যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো"...। (সূরা আল-আন'আম, ৬ : ৪৪-৪৫)

মানুষের এরূপ হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে, বিবেক নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং অন্তর কলুষিত হওয়া। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ – كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ– ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ–

"কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে। না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে অন্তরিত থাকবে, অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। (সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১৪-১৬)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেলেই কেবল সে জীবনযাপনে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনায়াসে ভুলে যায়।

মহান আল্লাহর নিকট দুনিয়া অতি তুচ্ছ এবং এখানকার বস্তুসামগ্রীও। সুতরাং এখানে কে কি লাভ করলো এবং কে কি পেলো না, তার মূল্য মানুষের নিকট বিবেচ্য হলেও মহান আল্লাহর নিকট তা মশা-মাছির ডানাতুল্যও নয়। মহান আল্লাহ বলেন-

**زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ – قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ-**

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রুপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বলো, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর সন্ধান দিবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে,যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গীগণ এবং আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা"। ( সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪-১৫)

এবিষয়ে হাদীসে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

**عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ**

সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যদি আল্লাহর নিকট  দুনিয়া মাছির পাখার সমতুল্যও হতো তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না"। (তিরমিযী, কিতাবুয-যুহ্দ, বাব : মা জাআ ফী হিওয়ানিদ-দুনইয়া আলাল্লাহ।)

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে-

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ يُعْطِى الدِّينَ إِلاَّ لِمَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلاَ يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .**

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: "মহান আল্লাহ তোমাদের মাঝে আখলাক বণ্টন করে দিয়েছেন, যেভাবে তিনি তোমাদের মাঝে তোমাদের রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়ার নি'আমত সামগ্রী দান করেন এবং যাকে ভালোবাসেন না তাকেও দুনিয়ার নি'আমত সামগ্রী দান করেন। তবে তিনি দীনের জ্ঞান কেবল তাকে দান করেন, যাকে তিনি একান্তভাবে ভালোবাসেন। আর তিনি যাকে দীনের নি'আমত দান করেন তিনি তাকে ভালোবাসেন। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! কোনো ব্যক্তি মুসলিম হতে পারবে না, যতক্ষণে তার অন্তর ও জিহ্বা মুসলিম (নিয়ন্ত্রিত) না হবে এবং সে মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণে তার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপত্তা লাভ করবে"। (আহমাদ, নং ৩৭৪৪)

সুতরাং কোনো মানুষ যদি বেপরোয়া জীবন যাপন করে কিয়ামতের দিন তার অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয়। সেদিন তার সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ক্ষমতা কিছুই কাজে আসবে না, সে কেবল আফসোস করবে। তার সেই আফসোস কোনো কাজে আসবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

**وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ – وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ – يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ – مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ – هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ – خُذُوهُ فَغُلُّوهُ – ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ – ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ – إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ-**

"যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সেদিন সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হতো আমার আমলনামা এবং আমি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজে আসলো না, আমার ক্ষমতাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফেরেশতাদের বলা হবে, ধরো তাকে, তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। কারণ সে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না"। (সূরা আল-হাক্কা, ৬৯ : ২৫-৩৩)

এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব কিংবা পদ-পদবী কোনোটাই মহান আল্লাহর নিকট মর্যাদার মানদণ্ড নয়। তাই তিনি যাকে ইচ্ছা বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে পরীক্ষা নেন, আবার পরীক্ষা করেন সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি না দিয়েও। এমতাবস্থায় আমরা কি বলবো, মানবজীবনের কোনো পর্যায়ে সম্পদের প্রয়োজন নেই। আর থাকলেই বা কতটুকু সম্পদ উপার্জন করা যাবে, এবিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে,

**عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِى عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ .**

উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, " আদম সন্তানের বসবাসের জন্য একটি ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য একটি কাপড় এবং (ক্ষুধা মিটানোর

জন্য) এক টুকরা রুটি ও পানি ব্যতীত আর কিছু রাখার অধিকার নেই"। (তিরমিযী, কিতাবুয-যুহ্‌দ, বাব : মিনহুড়আল-খিসালুল লাতী লাইসা লিবনি আদামা হাক্কুন ফী সিওয়াহা।)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানবজীবনে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু সেই প্রয়োজন যেনো কোনোভাবে ব্যক্তির বিবেক নষ্ট করে না দেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার জীবন মূলত ধোঁকার অবাধ বিচরণক্ষেত্র। এব্যাপারে আমাদের ভূমিকা কেমন হবে সেবিষয়ে হাদীসে নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ) ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) . وَقَالَ عَلِيٌّ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ .

মহান আল্লাহর বাণী-' যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করানো হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়" (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫)। তিনি আরো বলেন-'তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের মোহাচ্ছন্ন রাখুক। আর অচিরেই তারা (পরিণাম) জানতে পারবে' (সূরা হিজ্‌ও, ১৫ : ৩)। আলী (রা) বলেন, দুনিয়া পেছনের দিকে চলছে এবং আখিরাত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এ দুটোর প্রত্যেকটির আসক্তবৃন্দ রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের প্রতি অসক্ত হও, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ো না। কারণ আজকের দিন হচ্ছে আমলের, হিসাবের নয়। আর আগামীকাল (আখিরাত) হবে হিসাবের, আমলের নয়"। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব : ফিল-আমালি ওয়া তাওলিহি।)

এ ব্যাপারে যারা বেখবর থাকে তারা অজান্তে ক্রমশ ধ্বংসের অতল গহীনে ডুবে যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ–

"যারা আমার নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারে না। আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ"। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৮২-১৮৩)

যুগে যুগে স্বৈরশাসকদের অবকাশদান ও মহান আল্লাহর পাকড়াও

কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতায় কিছু সংখ্যক লোক মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলো। মহান আল্লাহ তাদের পাকড়াও না করে বরং অবাধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের প্রতিপালন করেন। এর ফলে তাদের বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যে, তারা নিজেদেরকে 'রব' ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেনি। কালের পরিক্রমায় মহান আল্লাহ তাদের শক্ত হাতে

পাকড়াও করেন আর তারা সেই পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার সুযোগ পায়নি। এবিষয়ে কুরআন, হাদীস ও ইতিহাসের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إِبْرَاهِيمَ: ٤٢]، ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [الْحَجّ: ٤٨]، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هُود: ١٠٢]» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"তুমি কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে সেবিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চোখ হবে স্থির। ভীত-বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে উদাস" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪২)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, "এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কতো জনপদকে যখন তারা ছিলো যালিম; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট" (আল-হাজ্জ, ২২ : ৪৮)। নবী (স) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদের অবকাশ দেন কিন্তু যখন তাদের পাকড়াও করেন, আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি পাঠ করেন : "এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দেন জনপদের অধিবাসীদেরকে যখন তারা যুলুম করে থাকে। নিশ্চয় শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠোর" (সূরা হূদ, ১১ : ১০২)। (বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাব : ওকা যালিকা আখযু রাব্বিকা...।)

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের অবকাশ দেন, কিন্তু তারা আল্লাহর দেয়া অবকাশকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ.

"সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেনো বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ তো তা দ্বারাই তাদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (তোমাদেরকে) ভয় করে থাকে"। (সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৫৫-৫৬।)

ফাসিকদের কখনো অবকাশ দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"মানুষকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে,অতঃপর যখন আমি আমার কোনো নি'আমত দ্বারা তাকে অনুগৃহীত করি তখন সে বলে, আমাকে তো এটি

দেয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের কারণে। বস্তুত এ এক পরীক্ষা,কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না"। (সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৪৯)

বিশ্বের অন্যতম স্বৈরশাসক ফিরআ'উনকে মহান আল্লাহ বিপুল ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন। ফলে তার বড়ত্ব ও অহংকার সীমা অতিক্রম করেছিলো, এমনকি সে নিজেকে 'রব' বলে ঘোষণা দিয়েছিলো। মহান আল্লাহ বলেন-

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى– فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى–

"সে বললো, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক'। অতঃপর আল্লাহ তাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করেন। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষণীয় রয়েছে"। (সূরা আন-নাযি'আত, ৭৯ : ২৪-২৬)

মহান আল্লাহ তাকে অবকাশ দিয়েছিলেন। আর সে মনে করেছিলো, সে যা করছে ঠিকই করছে। কিন্তু তার মন্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে বিশ্ব ইতিহাসে অভিশপ্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহর তাকে নীল নদে ডুবিয়ে পতন নিশ্চিত করেন।

মহান আল্লাহ কারুনকে অবকাশ দিয়েছিলেন কিন্তু সে সেই অবকাশকে তুচ্ছজ্ঞান করে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ তাকে কঠোর হস্তে দমন করেন। কুরআন মাজীদে সেই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ–

"অতঃপর আমি কারুনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার পক্ষে কোনো দল ছিলো না, যে আল্লাহর শাস্তি থেকে তাকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না"। (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৮১)

মহান আল্লাহ মহানবী (স) এর উম্মাতের মধ্যে আবূ জাহলসহ বেশ কিছু সংখ্যক কাফিরকে কঠিন শাস্তি দেন। এ ছাড়া খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর পিতা আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা আল মাখযূমী মহা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতকে অস্বীকার করেছিলো। সে নবী (স)- কে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছিলো এবং সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিলো। এজন্য তার সম্প্রদায় তাকে 'একক ব্যক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল-ওয়ালীদ বলতো, 'আমি এককের পুত্র একক, আরবজাহানে আমার নযীর নেই এবং নযীর নেই আমার পিতা আল-মুগীরারও'। অতঃপর মহান আল্লাহ নাযিল করেন-

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا – وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا – وَبَنِينَ شُهُودًا – وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا – ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ – كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا – سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا –

"ছেড়ে দাও আমাকে এবং যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি। আর আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ,আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের উপকরণ। এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো বেশি দেই। কখনো নয়,

সে তো আমাদের নিদর্শনের বিরুদ্ধাচারী। অচিরেই আমি তাকে আরোহণ করাবো শাস্তির পাহাড়ে"। সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ১১

তবে একথা ঠিক যে, মহান আল্লাহ মূলত কাউকে শাস্তি দিতে চান না। তবে সতর্ক করার পরও যখন কেউ বেপরোয়া জীবনযাপন করে তখন আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا–

"তোমরা যদি শোক্‌রগুযার হও এবং ঈমান আনো, তবে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? আর আল্লাহ (শোক্‌রের) পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ"। সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৪৭

শেষ কথা হচ্ছে, মুমিন ব্যক্তি অবকাশদানের ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে। তবে সে যদি গড়িমসি করে তাহলে তার জন্যও ভয়াবহ পরিণাম অপেক্ষা করবে।

মুমিনদের করণীয় হচ্ছে, এ অবকাশকে বুদ্ধিমত্তার সাথে গ্রহণ করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং নাজাতের পথ খুঁজে বের করা। আর এর জন্য প্রয়োজন মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, তাওবা অপরিহার্য করে নেয়া, নি'আমতের শোক্‌র আদায় করা, অলসতা, অহংকার ও প্রতারণা ঝেড়ে ফেলা। কেননা মোহগ্রস্ত না হওয়ার পরিণাম অত্যন্ত চমৎকার। যেমন- হাদীছ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَقُلْتُ مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ لِشَىْءٍ سَأَلَ عَنْهُ. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِى قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ.

উসমান (র) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বলেন, যায়িদ ইবন সাবিত (রা) দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট থেকে বেরিয়ে এলে আমি (মনে মনে) বললাম, নিশ্চয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞেস করার জন্য এসময় তিনি তাকে ডেকেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি: পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে,আল্লাহ তার কাজ-কর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে, তবে সে পার্থিব স্বার্থ কেবল ততোটুকু লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার অদৃষ্টে লেখা রয়েছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখিরাত,আল্লাহ তার সবকিছু গুছিয়ে দিবেন, তার হৃদয়কে ঐশর্যমণ্ডিত করে দিবেন এবং দুনিয়া তার সামনে এসে উপস্থিত হবে"। (ইবন মাজাহ, কিতাবুয-যুহ্‌দ, বাব : আল-হাম্মু বিদ-দুনইয়া।)

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা দুনিয়ার বস্তু সামগ্রী লাভের জন্য সামগ্রিকভাবে আত্মনিয়োগ করে, মহান আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড লণ্ডভণ্ড করে দেন, যদিও বাহ্যত মনে হয় তারা স্বস্তিতে আছে। পক্ষান্তরে যারা আখিরাতের জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন মহান আল্লাহ তাদের সকল কর্মকাণ্ড গুছিয়ে দেন।

মহান আল্লাহ তাঁকে ভুলে না যাওয়ার প্রতি বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন-

**وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .**

“এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারা তো পাপাপচারী”। (সূরা আল-হাশ্‌র, ৫৯ : ১৯)

উপরোক্ত হাদীসটির শিক্ষা

(১) দুনিয়া মূলত পরীক্ষাক্ষেত্র।

(২) দুনিয়া পুজারীরা মহান আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে।

(৩) আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে পরীক্ষা করে যাচাই করে নেন।

(৪) পাপাচার সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান উন্নতির পরিণাম ভয়াবহ।

(৫) বেপরোয়া জীবন-যাপন করা মুমিনের জন্য সমীচীন নয়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত হাদীসের ওপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন। ■

**অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক**

## আল-ফালাহ বিজ্ঞাপন

# বিশ শতকের ইসলামী রেনেসাঁ এবং সৌদি আরব

**আবুল আসাদ**

বিশ শতকের যে ট্রেন্ডগুলো মানুষকে প্রভাবিত করেছে তার মধ্যে ধর্মীয় চিন্তার পূঃজীবন একটা বড় বিষয়। আমেরিকার বেস্ট-সেলার বুক 'Megatrends 2000 গ্রন্থে এ বিষয়টি সুন্দরভাবেই তুলে ধরা হয়েছে।

মেগাট্রেন্ডের এই বক্তব্যে বলা হচ্ছে- "২৫ বছর আগে যারা ভবিষ্যতে ধর্মের কোনও অস্থিত্ব খুজে পাওয়া যাবে না বলেছেন এবং ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে আজকের আধুনিকতা খুব শীগ্রই ধর্মের বিলয় ঘটাবে। তাদেরকে মিথ্যা প্রমাণ করে ইসলাম, খৃস্টানীটি, শিন্টো, বৌদ্ধধর্ম, জুদাইজম সকল ধর্মেরই পুনর্জীবন ঘটেছে"।[1] বিশ শতকের শুরুই হয় উপনিবেশিক শাসনের উৎপত্তির মধ্য দিয়ে এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় এসে উপনিবেশিক শাসনের প্রায় বিলয় ঘটে। এ সময় ধর্মীয় চিন্তার পুনর্জীবন অবস্থার একটা স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে সামনে আসে। চলমান প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে খৃস্ট ধর্মেল অবস্থান ছিল খুবই সুবিধাজনক। খৃস্টানিটি ছিল উপনিবেশিক শাসকদের ধর্ম। সেই হিসাবে খৃষ্ট ধর্ম দীর্ঘ দিন এশিয়া-আফ্রিকার মানুষের উপরে হুকুম চালাবার সুযোগ পায়। অন্যদিকে ইসলাম ছিল এই সময় শাসিতদের ধর্ম। সুতরাং শাসিত জনগণের সাথে তাদের সে ধর্ম ইসলামও নানা রকম বিকৃতি ও বিপর্যয়ের শিকার হয়। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মও এশিয়ার এ অঞ্চলের শাসিতদের ধর্ম ছিল। কিন্তু ইসলাম যে বিকৃত ও বিপর্যয়ের শিকার হয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকে সে অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি দুটো কারণে। প্রথম কারণ, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম মানুষের জীবন-ধর্ম নয়, কিছু আচারের ধর্ম মাত্র। দ্বিতীয় কারণ হলো, ইউরোপিয় কলোনাইজেশনের আগে এশিয়া-আফ্রিকার এই উপনিবেশ অঞ্চলে মুসলমানরা ক্ষমতায় ছিলেন। এই দুই কারণে মুসলমান এবং তাদের ধর্ম ইসলাম যে নিগ্রহের শিকার হয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকে তা হতে হয়নি। এই অবস্থায় ইসলামী রেঁনেসা বা ইসলামী জাগরণ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেশ এবং হারামাইন শরীফাইনের দেশ সৌদি আরব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা বেদনার বিষয় হলো, ইসলামের এই রেনেসাঁকে সমসাময়িক বিশ্ব মিডিয়া এবং তার জনকরা বাঁকা চোখে দেখেছে, থিওক্রাসির উত্থান বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এরাই আবার খৃস্ট ধর্মে আগ্রাসী অগ্রগতিকে, ইহুদিদের ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে এবং হিন্দু ধর্মের ভায়োলেন্ট উত্থানকে চোখে দেখেনা অথবা অন্ধের মতো চোখ বন্ধ করে রাখে।

1. মেগাট্রেন্ড-এর Full text-এর জন্য পরিশিষ্ট দেখুন।

আসলে এদের অগ্রাসী উত্থানের মুখে ইসলামের রেঁনেসা, মুসলমানদের জাগরণ ছিল বিকৃতির বিপর্যয় থেকে বাঁচা এবং নিজেদের রক্ষা করার প্রচেষ্টা মাত্র।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খৃস্ট ধর্মের আগ্রাসী অগ্রগতি ও ভূমি দখল প্রচেষ্টা ছিল সুপরিকল্পিত, সুসমন্বিত, সুগভীর এবং সুদূরপ্রসারী। এক সময়ে আমার মনে হতো আন্দোলন হিসাবে কমিউনিস্টদের নেটওয়ার্ক খুবই সুপরিকল্পিত এবং সুবিশাল। কিন্তু পরে আমার মনে হয়েছে খৃস্টানদের সুচিন্তিত ও সুবিশাল নেটওয়ার্কের কাছে কমিউনিস্টরা নিতান্তই শিশু। শিশু বলার কারণ হলো, আশির দশকের শুরুতে সেই সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চীনকে বোকা বানিয়ে খৃস্টানরা মাত্র এক রাতে দশ লক্ষ বাইবেল চীনের উপকূল থেকে গোটা চীনে ছড়িয়ে দেয়। এই অপারেশনের নাম ছিল 'Pearl operation 1981'। এই কাজে তারা বিশ হাজার চাইনিজ খৃস্টানকে কাজে লাগিয়েছিল যা চীনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কমিউনিস্ট নেটওয়ার্ক ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি। খৃস্টানদের এই নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সুন্দর তথ্য দিয়েছেন লেখক এবং স্ট্যাটিস্টিসিয়ান- ইভানজেলিস্ট David B. Barrett এবং তার co-Writer James w. Reapsome। তাদের "Seven hundred plans to evangelize the world: The rise of evangelization movement." তাদের এই বইয়ের ওপর ইন্ডিয়ার দি স্টেসম্যান পত্রিকায় Ram swarup the great command নামে একটা আলোচনা লিখেছিলেন। সে আলোচনা থেকে খৃস্টানদের আন্দোলন নেটওয়ার্কের একটা চিত্র আমি তুলে ধরছি, "Next to political power are money and propaganda. The authors tell us about the resources at the command of Christian Churches. They tell us that today it costs 145 billion dollars to operate organized global Christianity, it commands 4.1 million full time Christian workers, runs 13000 major libraries, publishes 22000 periodicals, issues 4 billion tracts a year, operates 1800 Christian Radio and T.V. station............ There are three million computers and the 'Christian computer specialists' are described as 'a new kind of Christian army Missionary activity in the major plank of organized Christianity. At present 4000 mission agencies operate a huge apparatus of Christian world mission manned by 262300 missionaries costing 8 billion dollars annually. Every year there are 10,000 new books and articles on foreign evangelization alone. The authors give an interesting estimate and tell us that Christianity has expended of its missionary activities a total of 160 million worker years on each over these 20 centuries. But since a missionary does not live by God alone, it has

cost the church exchequer 'Some where in the neighbourhood of 350 billion dollars' or about $2,200 per year per missionary...... From time to time special plans have also been drawn for evangelizing the world. On 788 of them surveyed here, 10 million worker years and $ 45 billion have already been expended." (The Great Command' by Ram Swarup, The Statesman India, Literary Section, March 25, 1990) অর্থাৎ "রাজনৈতিক শক্তির পরেই আসে টাকা এবং প্রোপাগান্ডার শক্তি। লেখক খৃস্টান চার্চের অধীনে যে বিশাল সম্পদ রয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন। এ বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে, সুসংগঠিত গ্লোবাল খৃস্ট ধর্মের সম্পদের পরিমাণ ১৪৫ বিলিয়ন ডলার। তাদের রয়েছে ৪.১ মিলিয়ন সার্বক্ষণিক খৃস্টান কর্মী (এই হিসাব ৬৫ বছর আগের যা নিশ্চয় এখন বেড়েছে)। প্রতি বছর তারা ১৩০০০ বড় ধরনের লাইব্রেরি পরিচালনা করে। বছরে তারা ২২০০০ সাময়িকী এবং ৪ মিলিয়ন পুস্তিকা প্রকাশ করে। ১৮০০ রেডিও, টিভি স্টেশন তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদের জন্য কাজ করছে ৩ মিলিয়ন কম্পিউটার। এই কম্পিউটার বাহিনীকে তারা নাম দিয়েছে ' A new kind of Christian army'। বর্তমানে ৪০০০ মিশন-এজেন্সিস ২,৬২,৩০০ মিশনারী কর্মী অধ্যুষিত 'খৃস্টান ওয়ার্ল্ড মিশন' এর বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করে থাকে। বৈদেশিক ইভ্যানজিলাইজেশনের জন্যে প্রতি বছর ১০,০০০ নতুন বই ও নিবন্ধ তৈরি হয়ে থাকে। লেখকরা একটা মজার তথ্য দিয়েছেন যে, গোটা বিশ শতক বছর জুড়ে প্রতিটি শতকে মিশনারী কাজে '১৬০ মিলিয়ন কর্মী বছর' ব্যয় করা হয়েছে। মিশনারী কর্মীদের শুধু ভরণপোষণের জন্যেই ৩৫০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রতি বছর প্রতি কর্মীর জন্য ২২০০ ডলার খরচ হয়েছে"।

খৃস্টান মিশনারীদের বিশাল এই কর্মযজ্ঞের হিসাব তাদের বিশ শতকের বিবরণ থেকে নেয়া। মিশনারীরা তাদের এই কাজ উপনিবেশিক আমলে উপনিবেশিক রাজ শক্তির ছত্রছায়ায় করেছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি উপনিবেশিকরা এশিয়া-আফ্রিকার প্রায় সব অঞ্চল থেকে চলে গেলে খৃস্টান মিশনারীরা তাদের কাজ আরও বাড়িয়েছে রাজশক্তির শুন্যস্থান পূরণ করার জন্য। এই কারণেই নিশ্চয় উপনিবেশিক শাসকরা চলে যাবার পর খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের হার, বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের হিন্দু এবং এ্যমিনিস্টদের মধ্যে বেড়েছে। আমাদের দেশের দিকে তাকালেও এ দৃশ্যই দেখা যায়।

এর পাশাপাশি বিশ শতকের মাঝামাঝি এসেও ইসলামী রেঁনেসা ও মুসলমিদের জাগরণের বিষয়টি ছিল হতাশা ব্যঞ্জক। মুসলিম দেশগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তি ও সংগঠন পর্যায়ে কিছু কাজ হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন কাজই ছিল না। খৃস্টান মিশনারী সংগঠনের মতো সুপরিকল্পিত সুসমন্বিত, সুদূরপ্রসারি কোনও কিছু করার চিন্তা কোনও উপযুক্ত মহলের মাথায় আসেনি। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর অনেক বড় বড় মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপরিকল্পিত,

সুসমন্বিত, সুদূরপ্রসারি কোনও দাওয়া সংগঠন গড়ে ওঠেনি। মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন এবং ভারতের জামায়াতে ইসলামী ছিল জাতীয় ভিক্তিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নয়।

এদিক থেকে বলা যায় মুসলিম উম্মাহ তখনও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। মুসলিম জনগণের আশার আলো এবং ঐক্যের একটি প্লাটফরম হিসাবে খেলাফত ব্যবস্থা তুরস্কে তখন নামমাত্র টিকে ছিল। সেই ব্যবস্থাও ১৯২৩ সালে কামাল আতাতুর্কের এক কলমের খোচায় শেষ হয়ে যায়। এইভাবে বিশ্বের মুসলিমদের মাথার ওপর থেকে প্রায় ভেঙ্গে পরা ঐক্যের ছাতাটিকে আধুনিকায়নের ঝড় শেষ করে দিল। পতনের শেষ তলে পৌঁছে গেল মুসলিমরা।

পথের শেষ থেকেই আবার নতুন পথের যাত্রা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রও তাই হলো। এই সময় মিশনারী রাষ্ট্র হিসাবে অথবা ইসলামী রেনেসার বাস্তব পতাকাবাহী হিসাবে আল সউদ পরিবারের নেতৃত্বে সৌদিআরবের আবির্ভাব ঘটে। আবদুল আজিজ আল সউদ ১৯২৪ সালে বৃটিশ অনুগত শরীফ হোসেন-পরিবারের হাত থেকে দ্বিতীয় বারের মত হেজাজকে মুক্ত করে গোটা আরব উপদ্বীপকে তাদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে। তারপর হারামাইন শরীফাইনসহ আরব ভূমিতে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর ১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে আবদুল আজিজ আল সউদ আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র আরবে শাসক বা বাদশা হিসাবে ঘোষিত হন। এর ছয় মাস পর এ বছরেই জুন মাসে পবিত্র মক্কা শরীফে বাদশা আবদুল আজিজ আল সউদ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনটি ১৯২৬ সালে জুনের ৫ তারিখ শুরু হয়ে ৭ তারিখ পর্যন্ত চলে। ইসলামি স্কলারসহ আন্তর্জাতিক অনেক ইসলামি ব্যক্তিত্ব এ সম্মেলনে যোগদেন। প্যালেস্টাইনের গ্রান্ড মুফতি আমিন আল হোসাইনিও এ সম্মেলনে যোগদান করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ইসলামি দুনিয়া সংহতি ও সহযোগিতার প্রতিক হিসাবে 'মুতামার আল আলম আল ইসলামি' নামে একটি ইসলামি সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। ইসলামি দুনিয়ার মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পরকে সহযোগী করার এমন সংগঠন বহু শতাব্দী পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিল। মুতামার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক H.A.R. Gibb লিখেছেন, "A new and important element in the structure of Muslim Society, by which, for the first time the lay and middle classes were organized for the furtherance of Muslim objects. They therefore represented the genuine 'public opinion' of Muslim countries, and were able to influence opinion to a much greater degree." ('Islamic Congress'- by H. A. R. Gibb. P. 101.) অর্থাৎ "মুসলিম সমাজ দেহে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ চেতনার উন্মেশ ঘটেছে। এই চেতনা মুসলিমদের লক্ষ্য এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রথমবারের মতো সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। সুতরাং তারা মুসলিম দেশগুলোর জনমতের

সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে এবং এরা মুসলিম জনমতকে ব্যপকভাবে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন"।

কিন্তু তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি এবং আরব ও মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা নানা কারণে এই সংগঠন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও লক্ষ্য অর্জনে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। এই অবস্থায় পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি সামনে রেখে আরও সুস্পষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬২ সালে সৌদি আরবের বাদশা আল সউদের তত্ত্বাবধানে মক্কা মুকাররামায় রাবেতা আল আলম আল ইসলামি পঠিত হয়। এই বছর মে মাসের ১৮ তারিখে বাদশা আল সউদ একটি ইসলামি সম্মেলন আহবান করেন। সম্মেলনে তিনি উগ্রবাদ (Radicalism), ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (secularism), এবং কমিউনিজম এর বিপদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ইসলামি জাগরণের মাধ্যমে কিভাবে এর মোকবিলা করা যায় এবং সে সম্পর্কে সুচিন্তিত কি কর্মকৌশল গ্রহণ করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সবার প্রতি আহবান জানান। সম্মেলনে উপস্থিত ইসলামিক স্কলার ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ রাবেতা আল আলম ইসলামি গঠন করেন। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাবেতা আল আলম পঠিত হয় তা হলোঃ

১) ব্যক্তি, গ্রুপ ও রাষ্ট্র পর্যায়ে শরী'আর বিধান অনুসরণ,
২) বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারকদের কাজের সমন্বয় সাধন,
৩) কুরআন ও সুন্নার অনুসরণে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের পন্থার উন্নয়ন,
৪) সেমিনার, সিম্পজিয়ামের অনুষ্ঠান, পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের এর ব্যবস্থা করন,
৫) হজ্জের মওসুমে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও জনমতের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠান, যাতে করে তাদের মধ্যে জানাজানি ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং এই সাথে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের জীবন মান উন্নয়নে উপযুক্ত পন্থা বিকাশের কাজে ভূমিকা রাখার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানানো,
৬) ফিক্‌হ কাউন্সিলের তত্তাবধান এবং সমসাময়িক নানা সমস্যার ইসলামি সমাধান বের করার কাজে কাউন্সিলকে সহায়তা দান,
৭) আরব অনারব সবার ক্ষেত্রে আরবি শিক্ষার মান উন্নয়ন,
৮) ইসলামের স্বার্থে রাবেতার ব্রাঞ্চ এবং ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্টা করা,
৯) যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো, এবং
১০) মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদ ভিক্তিক কাজকে ফলপ্রসু করা।

বর্তমানের বিচারে রাবেতার এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো খুবই সাধারন মনে হতে পারে, কিন্তু ১৯৬২ সালের আগে কয়েকশ বছরের ইতিহাস যদি ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে সামনে আনা হয় এবং মুসলিনদের বিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত ও অভিভাবকহীন অবস্থাকে যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে রাবেতার এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ঐতিহাসিক বলে মেনে নিতে হবে। শত শত বছর ধরে চেপে থাকা এক অন্ধকার রাত্রির এক প্রান্তে এসে রাবেতার মতো একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের আবির্ভাব ও বিশ্বে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা,

তাদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার বাস্তবায়ন, উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, ইসলামি দাওয়ার কাজের আধুনিকায়ন ও ইসলামের প্রচারকদের কাজের সমন্বয় সাধন, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কৃত মুসলিমদের খোঁজখবর নেয়া ও সাহায্য দান ইত্যাদি ছিল সেই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত একটি অকল্পনীয় বিষয়। এই অকল্পনীয় বিষয়গুলো রাবেতা আল আলম ইসলামি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর মধ্যে কর্মসূচির অবয়বে বাস্তব রূপ লাভ করে। রাবেতা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে 'জেনারেল ইসলামি কনফারেন্স কন্সটিটুয়েন্ট কাউন্সিল', 'ওয়ার্ল্ড সুপ্রিম কাউন্সিল ফর মস্ক', 'ইসলামিক ফিক্হ কাউন্সিল', 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন', 'আল হারামাইন চ্যারেটি ফাউন্ডেশন', 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর কুরআন মেমরাইজেশন', 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কমিশন ফর এডুকেশন' ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে যে জাগরণের বীজ বপন করেছিল সে সম্পর্কে Willard A Beling সম্পাদিত "King Faisal and pan-Islamism" গ্রন্থে আবদুল্লাহ এম সিন্ধি লিখেছেন: "Even though the WML was not formed as a political or a governmental organization, but rather a religious organization whose objectives include the dissemination of alien ideologies and habits inconsistent with Islam, it has dealt with a number of Muslim Political issues and assumed the task of Co-ordinating the efforts of Islamic Organization around the world. From time to time, it has called a general conference of these organizations to discuss various measures for the defence and propagation of Islam and the protection of the Muslims from radical alien ideologies.......... The WML has today become one of the most dynamic and authoritative of the Muslim organizations, with branches and affiliates all over the world. It has achieved international status as a member of the non-governmental bodies in the United Nations and has become a source of strength and aspiration for the Muslims everywhere through its scholarships, financial support of Muslim causes and Islamic centers around the world, annual International Seminars at Mecca during the pilgrimage period and various publications and periodicals in both Arabic and English (Abdullah M. Sindi- 'King Faisal And pan-Islamism." King Faisal and the Modernisation of Saudi Arabia, Edited By Willard A. Beling, PP.186.)" অর্থাৎ রাবেতা আলম আল ইসলামি (WML- World Muslim League) রাজনীতিক ও সরকারি সংগঠন হিসাবে গঠিত হয়নি, বরং এটা একটা ধর্মীয় সংগঠন যার একটা লক্ষ্য হলো ইসলামের সাথে

অসংগতিপূর্ণ বিজাতীয় মতবাদ, অভ্যাস ও আচরণের মোকাবিলা করা। এতদসত্ত্বেও রাবেতা মুসলিম বিশ্বে কয়েকটি রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন দেশের ইসলামি সংগঠনের মধ্যে মতের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করে এবং সময়ে সময়ে ইসলামি সম্মেলনের আয়োজন ও আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও সুরক্ষা এবং বিজাতীয় ও উগ্র আদর্শের কবল থেকে মুসলিমদের রক্ষার পদক্ষেপ নেয়। রাবেতা বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে এর শাখা ও সমর্থিত সংগঠন সংবলিত সবচেয়ে গতিশীল ও দায়িত্বপূর্ণ ইসলামি সংগঠন। ননগভর্ণমেন্ট আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে রাবেতা জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেয়েছে। ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপ হজ্বের সময় মক্কা মুক্কাররমায় আন্তর্জতিক সেমিনার সম্মেলন এবং আরবী ও ইংরেজিতে বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে রাবেতা বিশ্বের মুসলমানদের শক্তি ও আশা আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছে।"

সৌদি আরবই বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম তরুণদের জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সৌদি আরবের রাজধানি রিয়াদে হেডকোয়ার্টার করে ১৯৭২ সালে World assembly of Muslim Youth (WAMY) এ সংগঠনটিও মুসলিম তরুণদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির জন্যই গড়ে তোলা হয়। এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিকে তাকালে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

- to guide and direct the course of activities of youth and student organization in the five continents.
- to provide required support and help Islamic Organisations to achieve their plans and targets.
- to convey and exchange experience to attain at least the minimum of coordination and
- cooperation among Islamic Organisations. to help depict future designs and conceptions in the field of Dawah on the basis of Holy Quran and the Sunnah.
- to develop equilibrium and wisdom to attain moderation in features of the Muslim Ummah.

রাবেতা আলম ইসলামি ইসলামের প্রচার, বিকৃতির হাত থেকে মুসলিমদের উদ্ধার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতার কাজ বেশি করেছে। এ সময়টাই কিন্তু মুসলিম দুনিয়ার নতুন প্রজন্ম, তরুণ ও যুবকরা ছিল সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তির শিকার। একদিকে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য সমর্থনপুষ্ট কমিউনিজমের ব্যাপক ও শক্তিমান ঝড়, অন্যদিকে আরেক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন বিশাল জোটের আশির্বাদপুষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-বস্তুবাদের প্রবল সয়লাব মুসলিম তরুণ-যুবকদের ভাসিয়ে নিচ্ছিল। তাদের মন ও মননকে এর একটা প্রতিবিধান হিসাবে মুসলিম তরুণ ও যুবকদের নিজস্ব একটা পাল্টা স্রোত সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই কাজ অনেক দেশেই বিচ্ছিন্নভাবে ও সীমিত আকারে হচ্ছিল। কিন্তু এই কাজের কোন সমন্বয় সংহতি ছিল না। উপায় উপকরণের দিক থেকেও তাদের অভাবের কোনও অন্ত ছিল না। এই

পরিস্থিতিতেই সৌদি আরবের উদ্যেগে ১৯৭২ সালে World assembly of Muslim youth (WAMY) গঠিত হয়। এই যুব সংগঠন গড়ে তোলার পিছনে যে মহৎ ইচ্ছাটি কাজ করে তা হলো, ইসলামি উম্মার তরুণরা যদি সংগঠিত হয় এবং আন্তরিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়, তাহলে তারাই হবে ইসলামি রেঁনেসার সত্যিকার ভিত্তি এবং তারাই হবে শক্তির উৎস আদর্শের পতাকাবাহি এবং জাতির আশা আকাঙ্খার উজ্জিবিত অংশ। সেই সাথে প্রতিপক্ষ পদভ্রষ্টতার যে সয়লাভ সৃষ্টি করেছে তা থেকেও তারা বেঁচে যাবে।

ওয়ামির (WAMY) লক্ষ্যগত কর্মকৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সমন্বিত কার্যকলাপ ও সুচিন্তিত কর্মপন্থার মাধ্যমে আজকের মুসলিম যুব সমাজের দ্বারা ইসলামি রেঁনেসা সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তার সবই এর মধ্যে রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে ওয়ামি (WAMY) এই কাজগুলো করার চেষ্টা করেছে। গোটা দুনিয়ার মুসলিম যুব ও ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক সৃষ্টির কাজ তারা করে আসছে। এর মাধ্যমে তাদের কাজ গতিশীল হয়েছে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় তাদেরকে করেছে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। মুসলিম উম্মাহর সামনে এগোবার পথের বাধাগুলো সম্পর্কে তারা এখন অনেকটাই সচেতন। ওয়ামি (WAMY) এ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নয়টির মতো আন্তর্জাতিক সম্মেলন-সেমিনারের আয়োজন করেছে।

বিশ শতকে মুসলিমদের জাগরণের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় কাজ এবং সবচেয়ে বড় অবদান হলো Organization of Islamic conference (OIC) এর প্রতিষ্ঠা। মুসলিম উম্মাহর সংহতি সমন্বয় ও সাহায্যের জন্য উপরোক্ত সংগঠনগুলো সবই ছিল বেসরকারি পর্যায়ে, কিন্তু ও আই সি ইসলামি রেঁনেসার উদ্দেশ্যে গঠিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলির একটি সম্মিলিত সংস্থা। এ ধরনের সংস্থা গঠন সম্পূর্ণ একটি ব্যতিক্রম চিন্তার ফল। ইসলামকে সামনে রেখে ইসলামের স্বার্থ উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের সংস্থা গঠন সম্পূর্ণ নতুন। এই নতুন চিন্তা কার্যকরি করতে সৌদি আরবকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। মক্কা শরীফে রাবেতায়ে আলম আল ইসলামি একটি কনফারেন্সে প্রদত্ব বক্তৃতায় সৌদি আরবের বাদশা ফয়সল ইবনে আবদুল আজিজ সর্ব প্রথম এই Pan Islamic ধারণাটি সবার সামনে তুলে ধরেন। এরপর তার এই চিন্তা কার্যকরি করার জন্যে তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে তিনি অনেকগুলো মুসলিম দেশ সফর করেন। এই সময়ে তার এক বক্তৃতায় তার উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি বলেন,

"It is the moments, when Islam is facing many undercurrents that are Pulling Muslims left and right, east and west, that we need time for more co-operation and closer ties to enable us to face all the problems and difficulties that obstruct our ways as an Islamic nation, believing in God, His Prophet and His laws. (Abdullah M. Sindi, pan-Islamism: King Faisal and the Modernisation of Saudi

Arabia, Edited by Willard A. Beling.)" অর্থাৎ "ইসলামি সমাজ ভিতর থেকেই যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে যা মুসলিমদেরকে ডান, বাম, পূর্ব ও পশ্চিম বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত করছে এবং এক আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং তাঁর আইনে বিশ্বাসী ইসলামি উম্মাহর যাত্রাপথে যে সমস্যা এবং সংকটগুলো বাধার সৃষ্টি করছে তার মোকাবিলায় নিজেদেরকে সমর্থ বা যোগ্য করার জন্য আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন"।

এই সহযোগিতা ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ১৯৬৯ সনে ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুসলিম সরকারগুলোর বৈঠকে ওআইসি গঠিত হয়। এই বৈঠকে ২৫টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশ গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র সিরিয়া, ইরাক এ বৈঠক বর্জন করে। ওআইসি গঠনের পর সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়,

"Strict adherence to Islam and to Islamic Principles and values, as a way of life constitutes the highest protection for Muslims against the dangers which confront them. Islam is the only Path which can lead them to strength, dignity and prosperity and a better future. It is the pledge and guarantee of the authenticity of the Ummah safeguarding it from the tyrannical onrush of materialism. It is our conviction that the Ummah of 1000 million people, composed of various reces spread over vast areas of the globe and possessing enormous resources, fortified by its human and material potential, can achieve and outstanding position in the world and ensure for itself the means of prosperity in order to bring about a better equilibrium for the benefit of all mankind." অর্থাৎ "জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম ও ইসলামি নীতিমালা ও মূল্যবোধের দৃঢ় অনুসরণই মুসলিমরা আজ যে বিপদগুলোর মোকাবেলা করছে তার প্রতিরক্ষা হতে পারে। ইসলামের এই পথই তাদেরকে আবার শক্তি, মর্যাদা, সমৃদ্ধি এবং উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বস্তুবাদের নিপীড়নমূলক সয়লাব থেকে মুসলিম উম্মার নিরাপত্তার এটাই গ্যারান্টি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বিপুল সম্পদসমৃদ্ধ, মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের সম্ভাবনাপূর্ণ, ভূমন্ডলের বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত বহু জাতিগোত্র নিয়ে গঠিত ১০০০ মিলিয়ন মানুষের মুসলিম উম্মা দুনিয়ায় বিশেষ মর্যাদপূর্ণ আসন লাভ করবে এবং মানব জাতির কল্যাণে উন্নততর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার বিনির্মাণসহ নিজেদের জন্য সমৃদ্ধির জীবন নিশ্চিত করতে পারে"।

ইসলামের ইতিহাসে ওআইসি গঠন যেমন বিশ্ময়কর, তেমনি তার এই ঘোষণাও ইতিহাসে নজিরবিহীন। খেলাফতে রাশেদার পর ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন গোত্র ও জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এবং তারা পারস্পরিক সংঘাতেরও শিকার হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতো মুজাদ্দিদরা এবং জামালউদ্দীন আফগানির মতো সংস্কারকরা

ইসলামি রেঁনেসা ও মুসলিম ঐক্যের চেষ্টা করেছেন। উপযুক্ত কোনও মুসলিম রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের তরফ থেকে মুসলিম ঐক্যের কোনও চেষ্টা হয়নি। গত চৌদ্দশ বছরের ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এমন ঐক্যের আয়োজন, ঐক্যবদ্ধভাবে বসা, সম্মিলিত একটি প্লাটফরম গঠন এবং ইসলামের আদর্শের উজ্জীবনকারী এই ধরনের ঘোষণারও কোন নজির নেই। হারামাইন শরীফাইনের খাদেম সৌদি বাদশা ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ এর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ফলেই এটা বাস্তব রূপ লাভ করে এবং ইসলামি আদর্শের প্রতি তাদের কমিটমেন্টের কারণেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম ওআইসি'র এই ঐতিহাসিক ঘোষণা সম্ভব হয়। (চলবে)

**পরিশিষ্ট :**

At the Dawn of the third Millennium there are unmistakable signs of a world wide religious revival American baby boomers who rejected organized religion in the 1970's are returning to church with their children. Reconstructive Jiews who edited the supernatural out of prayer books forty yeas ago are restoring refferences to miracles, mythology and the missiah. Shinto neighbourhood festival have been revived in Japan, along with liffe cycle rituals and retturning to the local pagoda. The worldwide charismatic movement thes tripled in the last decade to mearly 300 million, including milion of Roman catholics. Youth for Christ operates zeen centres throughout Europe, drew young people form thirty seven countries to a 1988 comference, and attacted 12000 to a rally in Africa's Burkina Faso. Chinese and Soviet young people are fascinated by religion and enjoy attending church to the dismay of their communist-schooled enders. A powerfull political force in Iran and Afghanistan and throughout the Arab world, fundamentalist islam is undergoing a revival among the westernized midleclass of both Turkey end Egypt. Theoilogian Harvey Cox, who has taught as many as 2000 students in this course. "Jesus and the moral life, (ome of the biggest classes at Harvard University) describes a revival in Islam, Shinto, Buddhism, and Judaism. This trend, He say, was unforeseen by forecasters 25 years ago, who predicted that relligion would wither away because of modermitty (naisbitt, Johm & Aburden. Patricia, Religious Revival of the Third Millennium, Magatrend 2000, Avon Book, New York pge 290, 291"

# সৎ মানুষ তৈরী করাই সিয়ামের মূল লক্ষ্য

ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সিয়াম ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। সিয়ামের মূল প্রতিপাদ্য হলো আল্লাহর নির্দেশে দিনের বেলায় পানাহার, স্ত্রী সহবাস, অন্যায়-অনাচার তথা পাপাচার বর্জন করা। এ জন্য সিয়ামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য সিয়ামকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন ফরজ করে দেওয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তিদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।" (২, সূরা আল ্বাকারা : ১৮৩)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাকওয়া শব্দের অর্থ বর্জন করা বা বিরত থাকা। 'যাতে তোমরা সংযত বা বিরত থাকতে পার' এর ব্যখ্যায় আল্লামা বায়জাবী বলেন,

'যেন তোমরা বিরত থাকতে পার পাপাচার থেকে। কেননা সিয়াম কুপ্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে দেয়, যা পাপাচারের উৎসস্থল।"[১]

'তাকওয়া' শব্দটি 'ওয়াকিউন' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ রক্ষা ও হেফাজত করা। 'ইত্তাকাল্লাহ' অর্থ সে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর অপছন্দনীয় বিষয় বর্জন করলো।'[২]

আল্লামা বায়জাবী স্বীয় তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মুক্তাকী' শব্দটি 'ইকায়াতুন' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। 'ইকায়াতুন, শব্দের অর্থ অতিমাত্রায় সকর্ত থাকা, কোন কিছু হতে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকা, অধিক মাত্রায় বর্জন করে চলা। আর পরিভাষায় মুত্তাকী বলা হয়,

من يقى نفسه عما يضره فى الاخرة

"যে নিজেকে এমন সব কাজ থেকে বিরত রাখে, যা আখিরাতে তার ক্ষতি করবে।"[৩]

তাফসীরে খাযিনে বলা হয়েছে,

"যে কাজে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, তা থেকে নফ্সকে সতর্ক রাখা। আর কেউ, বলেছেন শরী'আর পরিভাষায় তাকওয়া হলো নফ্সকে পাপ কাজ থেকে হেফাযত করা

১. তাফসীরে বায়জাবী, সূরা আল্ বাকারা ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
২. আল মু'জামুল ওয়াসীত।
৩. তাফসীরে বায়জাবী, সূরা আল্ বাকারা ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

আর তা হয়ে থাকে নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের মাধ্যমে।"[৪]

আমরা কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে বলি, 'আল্লাহকে ভয় করো'-যার অর্থ হলো অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাক।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তাকওয়া অর্থ– সতর্ক থাকা, বেঁচে থাকা, বিরত থাকা, রক্ষা করা বা রক্ষা পাওয়া, বর্জন করা, আল্লাহর ভয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে।"

সিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা, বর্জন করা, আত্মসংবরণ করা ইত্যাদি। 'আল্লামা বায়যাবী (রহ) এর মতে সিয়ামের অর্থ শুধু বিরত থাকা নয়, বরং তার মতে সিয়ামের আভিধানিক অর্থ হলো, "নাফ্স বা কুপ্রবৃত্তি যে (সকল মন্দের) দিকে টানে তা থেকে বিরত থাকা।"[৫]

শরী'আতের পরিভাষায় সিয়াম বলা হয়, নিয়্যাতসহ সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, পানাহার স্ত্রীসহবাস এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকাকে।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে,

"সিয়ামের অর্থ হলো, আল্লাহ যে সকল কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, সে সকল কাজ থেকে বিরত থাকা।"[৬]

আল্লামা মাওয়ার্দী (রহ) বলেন,

"শরী'আর পরিভাষায় সিয়াম বলা হয়, সিয়াম পালনকালীন সময়ে সিয়ামের জন্য যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকে।"[৭]

তাফসীর আল্ মানারে বলা হয়েছে,

"শরী'আর পরিভাষায় সিয়াম বলা হয়, আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশায় এবং নফ্সকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহভীতির জন্য প্রস্তুত করা এবং কুপ্রবৃত্তির অবাধ্যতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য ইচ্ছাশক্তিকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ফজরের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে, যাতে সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি ক্ষতিকর ও হারাম কাজ বর্জনের সামর্থ অর্জন করতে সক্ষম হয়।"[৮]

আলোচ্য হাদীছ এবং প্রখ্যাত মুফাস্সীরগণ সিয়ামের যে অর্থ এবং সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, তাতে সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সিয়াম ফরজ করেছেন অন্যায়-অনাচার ও পাপ-পংকিলতা থেকে বান্দাকে সুরক্ষিত থাকার প্রশিক্ষণ বা

---

৪. তাফসীরে খাযিন, সূরা আল বাকারা ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
৫. তাফসীরে বায়যাবী, সূরা আল বাকারা : ১৮৩ আয়াতের তাফসীর দ্র.।
৬. তাফসীরে তাবারী, সূরা আল :বাকারা ১৮৩ আয়াতের তাফসীর দ্র.।
৭. তাফসীরুল মাওয়ার্দী, সূরা আল বাকারা : ১৮৩ আয়াতের তাফসীর দ্র.।
৮. তাফসীরুল মানার, সূরা আল বাকারা : ১৮৩ আয়াতের তাফসীর দ্র.।

অনুশীলনের জন্য। সুতরাং-অন্যায় অনাচার ও পাপ-পংকিলতা থেকে বিরত থাকাই হলো সিয়ামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়। সুতরাং যারা পানাহার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন, তাদের সিয়াম গৃহীত হবে। আর যারা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন না, শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকেন, তাদের সিয়াম গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، وَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

আবু হুরাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকা সিয়াম নয়, বস্তুত: সিয়াম হলো অনর্থক ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় অথবা তোমার প্রতি মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করে, তাহলে তুমি বলবে ‘আমি সিয়াম পালনকারী’।[৯]

অন্য হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অন্যায় কাজ বর্জন করলো না, তার পানাহার বর্জন করা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।”[১০]

রাসূলুল্লাহ(সা.) সিয়াম পালনকারীর ব্যাপারে এ কথাগুলো বলেছেন। উপর্যুক্ত হাদীছে আল্লাহর নিকট সিয়াম কবুল হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ সকল শর্ত পূরণ করা না হলে শুধু দিনের বেলায় পানাহার বর্জন করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্য সিয়ামরত অবস্থায় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস ছাড়াও সকল হারাম কাজ বর্জন করা আবশ্যক। অন্যথায় সিয়াম শুধু ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট করা হবে।

হাদীছে (কাওলুয্যুর) বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় মিরকাতের উদ্ধৃতিতে মিশকাতের টীকায় বলা হয়েছে,

“মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কুফরী করা, প্রতারণা করা, গীবৎ বা পরনিন্দা করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, ব্যাভিচারের মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া, গালমন্দ করা, কাউকে অভিশাপ

৯. হাকিম, আল্ মুস্তাদ্রাকু ‘আলাস সাহীহাইন, হাদীছ নং ১৫৭০; সাহীহ্ ইবন খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, বাবুন নাহ্য়ি ‘আনিস সিয়ামিল লাগ্বি ওয়াদ দালীলি ‘আলা আন্নাল ইমসাকা ‘আনিল লাগবি ওয়ার রাফাছি মিন তামামিস্ সিয়াম হাদীছ নং ১৯৯৬।

১০. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মান লাম ইয়াদা‘ কাউলায যুরি ওয়াল ‘আমালা বিহি ফিস্ সাউম, হাদীছ নং ১৯০৩।

দেওয়া ইত্যাদি যে বিষয়গুলো মানুষের জন্য বর্জন করা ওয়াজিব এবং যেগুলো করা হারাম। আর মিথ্যা আমল হলো অশ্লীলতা ও পাপাচারমুলক কাজ।" মিথ্যা আমলের ব্যাখ্যায় বুখারীর টীকায় বলা হয়েছে,

"মিথ্যা কাজ হলো বাতিল বা মিথ্যার দাবী অনুযায়ী ঐ সমস্ত কাজ করা যেগুলোকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন।" এ সম্পর্কে মিশকাতের টীকায় বলা হয়েছে, 'সিয়াম অবধারিত করে দেওয়ার মাঝে শরী'আর উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট দেওয়া নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো শাহওয়াত বা কুপ্রবৃত্তিকে দমন করা, রাগের অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করা, নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তিকে নফসে মুতমাইন্না বা সুপ্রবৃত্তির অনুগত বানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। সিয়ামের দ্বারা যদি এ উদ্দেশ্যগুলো হাসিল না হয়, তাহলে তার সিয়ামের দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট করা ছাড়া আর কোন ফায়দাই হয়না এবং আল্লাহ তা'য়ালা সে সিয়াম কবূলও করেননা।" এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে,

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ»**

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছে, অনেক সিয়াম পালনকারী রয়েছে, ক্ষুধায় কষ্ট করা ছাড়া যার সিয়ামের আর কোনো প্রাপ্তি নেই আর অনেক রাত্রি জাগরণকারী রয়েছে, ঘুম জাগা ছাড়া যার রাত্রি জাগরণের আর কোনো প্রাপ্তি নেই।"[১১]

সিয়ামের উদ্দেশ্য যে অন্যায় কাজ বর্জন করা, তা অন্য হাদীছে রাসূল্লাহ (সা.) আরো পরিষ্কার করে বলেছেন,

**عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ "«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ»**

আবু সালিহ্ আয্‌যাইয়াত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি 'আমল তার জন্য, তবে সিয়াম ব্যতিত। কেননা তা আমার জন্য এবং আমিই তার বিনিময় দেব। আর সিয়াম হলো ঢাল। তোমাদের কেউ যখন সিয়ামের দিনে অবস্থান করে, তখন সে যেন অশ্লীলতা ও চিৎকার না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি সিয়াম

---

১১. ইবন মাজাহ,কিতাবুস সিয়াম, বাবু মা জাআ ফিল গীবাতি ওয়ার রাফাছি লিস্ সায়িমি, হাদীছ নং ১৬৯০।

পালনকারী ব্যক্তি'। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ সে সত্তার শপথ, নিশ্চয় সিয়াম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশ্‌কের সুগন্ধির চেয়েও অধিক প্রিয়। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে, যে দু'টি আনন্দ সে উপভোগ করে। যখন ইফতার করে, তখন সে আনন্দিত হয়, আর যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে তার সিয়ামের কারণে আনন্দিত হবে।[১২]

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সিয়াম হলো ঢালস্বরূপ, সুতরাং রোযার দিনে তোমাদের কেউ যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করে, যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করে অথবা তাকে গালি দেয়, তাহলে সে যেন দু'বার বলে আমি সিয়াম পালনকারী।"[১৩]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস ছাড়াও সিয়াম পালনকারীকে যে বিষয়গুলো পরিত্যাগ করতে হবে তাহলো, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কুফরী কথা ও কাজ, প্রতারণা করা, গীবৎ বা পরনিন্দা করা, কারো প্রতি মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া, ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, গালমন্দ করা, ঝগড়া বিবাদ করা, কাউকে অভিশাপ দেওয়া, রাগের অবস্থায় উচ্চস্বরে কথা বলা, জাহেলিয়াত বা ইসলামের পরিপন্থী আচরণ, অশ্লীল কথা ও কাজ এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা) কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজসমূহ। সিয়াম অবস্থায় কেউ যদি উল্লেখিত বিষয়গুলো বর্জন না করে, তাহলে তার সিয়াম কবুল হবে না এবং হাদীসের দৃষ্টিতে তার শুধু উপবাস থাকাই সার হবে। আল্লাহ তা'আলা সিয়াম অবস্থায় দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ করেছেন, সুতরাং তা হারাম এবং বর্জনীয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ যে সকল কাজ নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোও হারাম ও বর্জনীয়। বরং সেগুলো বর্জন করাই শরী'আর মূল লক্ষ্য। বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা মানা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তা অমান্য করা অর্থাৎ নিজের পছন্দমত কোনো কিছু মানা বা না মানা মূলত: সামগ্রিকভাবে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার শামিল। কেননা এটা নিজের নফ্‌সের তাবেদারী করার নামান্তর। এ ধরনের কার্যক্রম দ্বারা না দুনিয়ায় কোনো ফায়দা হবে আর না আখিরাতে।

দেখা যাচ্ছে যে, সিয়াম এবং তাকওয়ার অর্থের মধ্যে চমৎকার মিল রয়েছে। সুতরাং সিয়ামের মূল কথ হলো অন্যায় বর্জন করা। আর সকল প্রকার অন্যায় বর্জনে অভ্যস্ত যারা, যারা কথায়, কাজে ও আচার আচরণে অন্যায় অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি ইত্যাতি বর্জন করে নিজকে পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত এবং নিখাঁদ-নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছে তারাই হলো মুত্তাকী। আর এ মুত্তাকী বানানোই সিয়ামের মূল লক্ষ্য।

আল্লামা রশীদ রিজা বলেন,"সিয়াম ফরজ করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর হুকুম পালন ও ছওয়াবের আশায় প্রবৃত্তির স্বভাবগত ও বৈধ চাহিদা বর্জনের মাধ্যমে নফ্‌সকে আল্লাহর

---

১২. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু হাল ইয়াকুলু ইন্নি সায়িমুন ইযা শুতিমা, হাদীছ নং ১৯০৪।

১৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাবু ফাযলিস সাওম, হাদীছ নং ১৮৯৪।

তাকওয়ার জন্য প্রস্তুত করা, যাতে এর মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি এতটা সমুন্নত হয় যে, এর ফলে সে প্রবৃত্তির হারাম দাবীগুলো বর্জন ও তা থেকে ধৈর্য ধারন করতে সক্ষম হয় এবং সেগুলো বর্জন করা তার জন্য অত্যন্ত সহজ হয়। অপর দিকে এ তাকওয়াই তাকে আল্লাহর আনুগত্য ও জনকল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করে ও সুদৃঢ় রাখে, ফলে এর উপর টিকে থাকা তার জন্য সহজ হয়।”[১৪]

যার মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়, সে সর্বদা আল্লাহকে তার পর্যবেক্ষক মনে করে। এ কারণেই সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি দিনের বেলায় ভাল ভাল খাবার, উত্তম পানীয় এবং স্ত্রীর সাথে মিলন এবং অন্যান্য উপভোগ্য জিনিষ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ এক মাস এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও সাধনার ফলে সে এমন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, যার ফলে সে নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ ও তা পরিচ্ছন্ন রাখার যোগ্য হয়। যার মধ্যে এ চেতনা জাগ্রত থাকে যে, আল্লাহ সর্বদা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, সে কখনো কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। যারা এ চেতনা ও লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে সিয়াম পালন করেন, তারাই সিয়ামের দ্বারা কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

কাজেই বাস্তব জীবনে সকল ক্ষেত্রে এ চেতনা জাগ্রত রাখা ও তাকওয়ার অনুশীলন ব্যতীত শুধু পানাহার বর্জন দ্বারা সিয়ামের কোনো ফায়দা হবে না এবং সে সিয়ামের দ্বারা মুত্তাকীও হওয়া যাবে না।

ইসলামী শরী‘আর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন। আর এ উভয়বিধ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে ইসলামী শরী‘আর বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে। ভাল ও মন্দ কাজের উপর যেমন দুনিয়ার শান্তি ও অশান্তি নির্ভরশীল, তেমনি আখিরাতের পুরস্কার এবং শাস্তিও দুনিয়ায় কৃত ভাল মন্দ কাজের উপরই নির্ভরশীল। ভাল কাজের দ্বারা ব্যক্তি যেমন উপকৃত হয়, অনুরূপভাবে দেশ এবং সমাজও উপকৃত হয়। অপরদিকে মন্দ কাজের দ্বারা ব্যক্তি, দেশ এবং সমাজ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলাম মন্দ কাজের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাল কাজের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। এ জন্য ইসলাম গুরুত্বানুসারে ভাল কাজকে ফরজ, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব করে দিয়েছে। অপর দিকে ক্ষতির মাত্রা বিবেচনায় মন্দ কাজকে হারাম বা মাকরূহ্ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ইসলাম ভাল কাজের ব্যাপক প্রচলন ও মন্দ কাজকে সমাজ থেকে নির্মূলের জন্য সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ করে দিয়েছে, যাতে মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ এর অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত হয় এবং মানুষ স্বতষ্ফুর্তভাবে সৎ ও অসৎকে গ্রহণ ও বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

তৃতীয়ত: এতদ্স্বত্ত্বেও যারা সৎ কাজ পরিহার করে অসৎ কাজে লিপ্ত হবে, ইসলাম তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। ইসলাম দুনিয়ায় কৃত বিভিন্ন অপরাধের জন্য দন্ডবিধি প্রণয়ন করেছে এবং সে অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা

---

১৪. তাফসীরুল মানার, সূরা আল বাকারা : ১৮৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

করেছে।[১৫] অধিকন্তু অন্যায় ও অসৎ কাজের জন্য আখিরাতেও শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ–فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ–وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ–فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

"তখন যার (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে সে অবস্থান করবে সন্তোষজনক জীবনে। আর তখন যার (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়া জাহান্নাম।"[১৬]

ইসলাম বিভিন্ন 'ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষকে ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ বর্জন করার অনুশীলন করায়, যাতে ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ বর্জন করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীছে বলা হয়েছে, 'সিয়াম হলো ঢাল'। ঢাল একটি যুদ্ধাস্ত্র। এর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের আক্রমণ, ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। অনুরূপভাবে সিয়ামও শয়তানের সকল অনিষ্টতা ও পাপচার থেকে বান্দাকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। তাছাড়া সিয়াম জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষার ক্ষেত্রেও বান্দার জন্য ঢাল হবে। এ জন্যই সিয়ামকে ঢাল বলা হয়েছে।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا، رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»

সা'ঈদ ইবন আবু হিন্দ থেকে বর্ণিত যে, 'আমির ইবন সা'সা' গোত্রের মুতার্‌রিফ নামক এক ব্যক্তি তাকে বর্ণনা করেন যে, 'উছমান ইবন আবুল 'আস (রা.) তাকে পান করানোর জন্য দুধ আনালেন। তখন মুতার্‌রিফ বললেন, আমি সিয়ামপালনকারী। সে সময় 'উছমান (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমাদের কারো ঢালের ন্যায় সিয়ামও ঢাল।[১৭]

عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، فَدَعَا بِلَبَنٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»

মুতার্‌রিফ সূত্রে 'উছমান ইবন আবুল 'আস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা,)কে বলতে শুনেছি, সিয়াম জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢাল, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদে কারো আত্মরক্ষার জন্য ঢাল।[১৮]

তবে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ঢাল অবশ্যই মজবুত হতে হবে। দুর্বল এবং

---

১৫. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রকাশিত 'ইসলামের শাস্তি আইন' বইটি পড়ুন

১৬. ১০১, সূরা আল্ কারিয়া :- ৯-৬।

১৭. নাসাঈ, কিতাবুস সিয়াম, হাদীছ নং ২২৩০।

১৮. প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২২৩১।

ভাঙ্গা ঢাল শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে সিয়ামও যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। অন্যথায় তা শয়তানের মোকাবিলা ও জাহান্নাম থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে না।

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا»

আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, সিয়াম ঢালস্বরূপ যতক্ষণ না সে তা ভেঙ্গে ফেলে।[১৯]

দারিমীতে বর্ণিত হয়েছে, যতক্ষণ না সে গীবতের দ্বারা তা ভেঙ্গে ফেলে।[২০] অর্থাৎ সিয়াম পালনরত অবস্থায় অন্যায় কথা বললে বা অন্যায় কাজ করলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তখন সিয়াম আর ঢালের কাজ করতে পারে না। ইমাম গায্যালী (রহ) বলেন,

"যে ব্যক্তি সিয়াম পালন অবস্থায় আল্লাহর নাফরমানী করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি শহর ধ্বংস করে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে।"[২১]

বস্তুত: কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা বা আত্মরক্ষা করা এবং এ লক্ষ্যে কঠোর সাধনা ও অনুশীলন করাই সিয়ামের মূল লক্ষ্য।

এ আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মানুষকে অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন মনের সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই সিয়ামের লক্ষ্য। বর্তমান সমাজে যেভাবে অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতি, লুণ্ঠন চলছে, তা থেকে সমাজ ও মানুষকে রক্ষা করতে সিয়ামের শিক্ষাকে কাজে লাগানো খুবই জরুরী। সিয়ামের শিক্ষার আলোকে যারা চরিত্রবান ও সৎ মানুষে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে, তাদেরকে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেই কেবলমাত্র সমাজ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হবে এবং অন্যায় ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হবে।

সিয়াম স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। সিয়ামের মাধ্যমে শরীরে জমে থাকা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নি:ষেশিত হয় এবং শরীরে থাকা ক্ষতিকর তরল পদার্থ কমে যায় এবং গন্ডগোল সৃষ্টিকারী বিভিন্ন জীবানু ও বিষাক্ত জিনিষ থেকে পেট পরিচ্ছন্ন হয়। সিয়াম রক্তনালীতে জমে থাকা হার্ট বা হৃৎপিন্ডের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর চর্বি দ্রবিভূত করে সিয়াম পালনকারীকে হৃদরোগ থেকে রক্ষা করে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ»

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি বস্তুরই যাকাত রয়েছে, আর দেহের যাকাত হলো সিয়াম।[২২]

---

১৯. প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২২৩৩।
২০. দারিমী, কিতাবুস সিয়াম, বাবুস সায়িমু ইয়াগতাবু ফা-ইয়াহ্‌রিকু সাওমা, হাদীছ নং ১৭৭৩।
২১. তাফসীরুল মানার, সূরা আল্ বাকারার ১৮৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
২২. ইবন মাজাহ, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ফিস্ সাওমি যাকাতুল জাসাদ, হাদীছ নং ১৭৪৫।

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও বর্ধিত বা বিকশিত করা। অর্থাৎ যাকাত দ্বারা যেমন সম্পদ পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও বর্ধিত হয়, অনুরূপভাবে সিয়ামের দ্বারা শরীর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও বিকশিত হয়।
অন্য একটি হাদীছে রয়েছে,

**عَن أَبِي هُرَيرة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم: صوموا تصحوا.**

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সিয়াম পালন করো তাহলে সুস্থ থাকবে।[২৩]
তবে সিয়ামের পূর্ণ ফায়দা লাভ করতে হলে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তা পালন করতে হবে এবং অতি ভোজন বর্জন করতে হবে। যারা সন্ধ্যায় হরেক রকমের বাহারী ইফতার আর রাতের বেলায় ভোজন বিলাসে মত্ত হওয়ার জন্য দিনের বেলায় উপবাস থাকেন, তারা সিয়ামের দ্বারা তেমন কোনো ফায়দা লাভ করতে পারবেন না। সুতরাং মুমিনদেরকে রমজান মাসে অন্যান্য মাসের চেয়ে কম খেতে হবে এবং দরিদ্র সিয়াম পালনকারীদেরকে বেশী বেশী খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে রমজান ভোগের মাস নয়, বরং রমজান হলো আত্মসংযম, কৃচ্ছতা সাধন, ধৈর্য, সহনশীলতা, ত্যাগ ও সহমর্মিতার মাস। সুতরাং রমজানে কি খাবেন তার প্রস্তুতিতে  ব্যস্ত না থেকে, কিভাবে সিয়াম থেকে বেশী বেশী ফায়দা নেওয়া যায়, সে জন্য ব্যস্ত  ও পেরেশান থাকতে হবে। তাহলে সিয়ামের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।
এখানে আরেকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহলো সকল 'ইবাদাতই তো আল্লাহ জন্য, তাহলে 'সিয়াম আমার জন্য এবং আমিই তার বিনিময় দেব' আল্লাহ তা'আলার এ কথার অর্থ একি? এ প্রসঙ্গে আল্লামা মাওয়ার্দী (রহ) বলেন,
"সকল 'ইবাদাত আল্লাহর জন্য হওয়া সত্ত্বেও সিয়ামকে তাঁর জন্য খাস করার কারণ দু'টি, যে দু'টি কারণের জন্য সিয়াম অন্যান্য সকল 'ইবাদাতের চেয়ে আলাদা। তার একটি হলো, সিয়াম নফ্স ও প্রবৃত্তির ভোগ্য বস্তুসমূহ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু অন্যান্য 'ইবাদত সেগুলো থেকে বিরত রাখে না। অন্যটি হলো, সিয়াম শুধু বান্দা এবং তাঁর রবের মধ্যকার গোপনীয় বিষয়। এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রকাশিত নয়। কিন্তু অন্যান্য 'ইবাদাত প্রকাশ্য। কখনো তা কৃত্রিমতা বা লোক দেখানোর জন্যও করা হতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা 'ইবাদাতসমূহ হতে সিয়ামকে তাঁর জন্য খাস করেছেন।"[২৪]
প্রিয় পাঠক, সিয়াম হলো মুমিনের জন্য পরিশুদ্ধ হওয়ার ট্রেনিং এবং একটি কঠোর সাধনা। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ হতে হবে এবং অন্যায় বর্জনে অভ্যস্ত হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন। ■

---

২৩. আবু না'ঈম ইসফাহানী, আত্ তিব্বুন নাববী, বাবু তাদবীরিস্ সিহাতি ওয়া আন্নাস্ সাওমা মুসিহ্হাতুন, হাদীছ নং ১১৩।
২৪. তাফসীরুল মাওয়ার্দী, সূরা আল্ বাকারা ১৮৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

# ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস আস্‌সুন্নাহ

প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

**মানদন্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ**

### ১. সন্দেহমুক্ত (Free from Doubt)/Authentic)

আল কোরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এটি মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানবতার মুক্তি সনদ। অতএব, একে হতে হবে সন্দেহমুক্ত।[১] অনুরূপ ভাবে সুন্নাহ যেহেতু চিরস্থায়ী একেও থাকতে হবে সন্দেহমুক্ত। সুন্নাতে রাসূল বা হাদিসকে এ ক্ষেত্রে সন্দেহমুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিজের খেয়াল খুশি মত কোন (নিদের্শমুলক) কথা না বলা। এ ক্ষেত্রে কোরআনের ভাষ্য হলোঃ

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ

"তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না ।"[২]

রাসূল (সাঃ) তাঁর সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার যে বাধ্যবাধকতা জারি করে গেছেন এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় সুন্নাহর নির্ভূল (authenticity)। যেমন তিনি বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُما كِتابَ الله وسُنَّتِي

'আমি তোমাদের জন্য দুটো নির্দেশিকা রেখে যাচ্ছি, একে যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখ (অনুসরণ করা) তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত।[৩]

তিনি আরও বলেছেন, "তোমাদের জন্য পালনীয় হচ্ছে আমার সুন্নাত এবং হেদায়েত প্রাপ্ত ও সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত খলিফাদের সুন্নাত।"[৪]

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সুন্নাতে রাসূল যদি নির্ভেজাল, ক্রটিমুক্ত বা সন্দেহমুক্ত না হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সুন্নাহর অনুস্মরণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতেন না। অতএব, আল কোরআনের মত আস সুন্নাহ শারী'আতের মৌলিক উৎস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়। আর তা থাকছেও না।

---

১. আল কোরআন, আল বাকারাহ ২:২;২৩
২. আল কোরআন, আল নাজম, ৫৩:৩
৩. বিদায়ী খোতবা খোতবাতুল ও দা'আ নামে পরিচিতি। এটি প্রদত্ত হয় হিজরী ১০ সালের শুক্রবার দিন ও ৯ম জুলহাজ মাসে, ৬ মার্চ, ৬৩২ সাল, সিয়াহ সিত্তাসহ সকল হাদিস গ্রন্থে এ ভাষণটি সংকলিত হয়।
৪. আল নাওয়াওয়ী কর্তৃক সংগৃহতীত ৪০টি হাদিসের ২৮নং হাদিস; সুনান আবু দাউদ দ্বিতীয় ভলিউম, হাদিস নং ২৫২৬.

## ২. চিরস্থায়ী (Permanency/Eternity):

যে সুন্নাতে রাসূল সর্বকালের সকল মানুষের জন্য প্রেরিত জীবন দর্শনের অন্যতম মৌলিক উৎস হিসিবে স্বীকৃত সে বিষয়টিকে অবশ্যই চিরস্থায়ী হতে হবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন পৃথিবীতে মানব বসতি চলমান থাকবে। চলার পথে তা থেমে গেলে বা অকার্যকর হয়ে পড়লে তা আর চিরস্থায়ী হবেনা। সুন্নাতে রাসূলের ক্ষেত্রে আল কোরআন যতদিন জীবন্ত ও চলমান থাকবে সুন্নাতে রাসূলও ততদিন জীবন্ত ও চলমান থাকবে। এ তত্ত্বের স্বপক্ষের প্রমান হলো-

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

(হে নবী)" ইতিপূর্বে আমরা যত নবী, রাসূল প্রেরণ করেছি এদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম (সুন্নাহ) ছিল। (হে নবী) আপনি আমাদের সুন্নার মাঝে কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।[৫]

এখানে সকল নবী রাসূলগণই যে নির্যাতন নিপীড়ন এবং বাসস্থান ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁরা তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। এ নীতিটা যেমন আল্লার সুন্নাত তেমনি নবী রাসূলেরও সুন্নাত এবং এ সুন্নাহ চিরন্তন।

যৌক্তিকভাবে বলা যায়, মুহাম্মদ (সাঃ) যেহেতু ছিলেন সর্বশেষ নবী, তাঁর পর এ পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবেন না। অতএব, চিরস্থায়ী, চিরন্তন কোরআনের সহায়ক হিসেবে হাদিস বা সুন্নাতে রাসূলের চিরস্থায়ী হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। তার শেষ নবী হওয়ার পক্ষে আল্লাহর বানি হচ্ছে,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

"মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষ মানুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লার রাসূল এবং শেষ নবী (নবুয়াতের দরজায় সীল প্রদানকারী)।[৬]

মুহাম্মদ (সাঃ) এর পর আর কোন নবী না আসার সমর্থনে নিম্নের হাদিসটিও প্রযোজ্য। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, বনি ইসরাইল সম্প্রদায় তাদের নবীদের দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত হতো। একজন নবীর মৃত্যুর পর আর একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পর আর কোন নবী আসবেন না, তবে ব্যাপক সংখ্যক খলিফা থাকবেন।[৭]

তিনি আরও বলেছেন, "দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা কিয়ামাত পর্যন্ত চলমান থাকবে।"[৮]

মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ নবী হওয়ার পাশাপাশি তাকে মানব জাতির জন্য মডেল হিসেবে এবং সত্যের পক্ষে স্বাক্ষী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন :

আল্লাহ বলেন

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

---

৫. আল কোরআন, আল ইসরা, ১৭:৭৭ ; আল ফাতহী, ৪৮:২৩
৬. আল কোরআন, আল আহযাব, ৩৩:৪০, আল বাকার, ২:৭
৭. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৭৭৫, সহীহ বুখারী, নং ৩৪৬৫.
৮. সুন্নান আবু দাউদ, ২য় ভলিউম, হাদিস নং ২৫২৬

"অনুরূপভাবে তোমাদেরকে মধ্যম পন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যাতে করে তোমরা মানবজাতির উপর  সাক্ষী হতে পার আর রাসূল (মুহাম্মদ) হবেন তোমাদের উপর সাক্ষী।[৯]

রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু মানুষের জন্য রহমত (blessing) নন বরং তিনি সকল সৃষ্টিকূলের জন্যও রহমত। উল্লেখ্য মানুষ একটি 'আলম। এছাড়া যত সব 'আলম বা সৃষ্টিকূল রয়েছে মুহাম্মদ (সাঃ) সকলের জন্যই রহমাত। অতএব নামাজ যত দিন চলবে মুহাম্মদ (সাঃ) এ সুন্নাহ ততদিন জারী থাকবে কারণ একজন নামাযী নামাযের তাশাহুদ পাঠের পরই বলতে হয়, "হে প্রভু মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পরিবার বর্গের উপর দয়া কর।"

অনুরূপ আযান, নামায যতদিন থাকবে সুন্নাতে রাসূল ততদিন অমর অক্ষয় থাকছে এবং থাকবে। আর তথ্যের কলেবর না বাড়িয়ে এটুকু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, পৃথিবী যতদিন অক্ষয়, অমর থাকবে ততদিন সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)ও চলমান থাকবে। অতএব, আল কোরআনের ন্যায় সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) আইনের মৌলিক উৎস এবং আইনের খাজাঙ্গি (Treasur) হবে, এতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয়ের কারণ নেই। তবে এটি সহীহ বা বিশুদ্ধ (Aunthentic) রাখাটাই এবং থাকাটাই বড় চ্যালেঞ্জ।

### ৩. সুন্নাত রাসূলের বিষয়বস্তু ও আইন এবং আইনের উৎসঃ (Subject Mater of this source withessing in favor of law & sources of law)

যে বিষয় বা বিধিবদ্ধ তথ্যসমূহ (Codified materials) কে আইন বা আইনের উৎস হিসেবে চিরকালের জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে, সে তথ্যাবলিতে আইনের বা শারীয়াতের উৎস হওয়ার মত কি প্রমান আছে তা অবশ্যই দেখতে হবে। এখানে যা দেখাতে হবে তা হলো আইনে বা বিধানদাতার পক্ষ থেকে সুন্নাতে রাসূলের পক্ষে অনুমোদন আছেন কিনা? জীবন পরিচালনায় ও সমস্যা সমাধানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূলের পদচারণা আছে কিনা? এ প্রসঙ্গে এটা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, সুন্নাতে রাসূলকে অনুমোদন দানের ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ এর অনুমোদন রয়েছে প্রত্যক্ষ এবং দৃঢ়তার সাথে। এতদ সংক্রান্ত কিছু তথ্য এতে সংযোজীত হলো,

#### ক. সুন্নাতে রাসূলের অনুমোদনে আল কোরআন

মূলতঃ আল কোরআন এবং আল সুন্নাহ দুটিই একই বৃত্তের দুটি ফুলের ন্যায় আর সে বৃত্তিটি হলো আসমানী আদেশ বা ওয়াহী। আল কোরআন হলো ওয়াহী মাতলু বা তেলাওয়াতকৃত ওয়াহী, আর সুন্নাতে রাসূল বা হাদিস হলো ওয়াহী গায়ের মাতলু বা তেলায়াতকৃত নয় এমন ওয়াহী।[১০] অতএব, রাসূলের মর্যাদা ও দায়িত্বের অনুমোদনের স্বপক্ষে কোরআন ও সুন্নার কিছু তথ্য পেশ করা হলো।

---

৯. আল কোরআন, আল বাকারাহ ২:১৪৩

১০. আল কোরআন তেলায়াতকৃত ওয়াহী। এজন্য জিব্রীল আমিন আল্লাহর কাছ থেকে বহনকৃত আয়াত সমূহ স্বয়ং রাসূল আল্লাহকে তেলাওয়াত করে শুনিয়েছে, আর হাদিস বা সুন্নার ক্ষেত্রে কোন নির্দেশিকা দানের সময় আল্লার পক্ষ থেকে রাসূলের মনে বা অন্তরে অনুপ্রেরনা (ওহংঢ়রৎধঃরড়হ)  সৃষ্টি করেছেন-সেই আলোকে রাসূল আল্লাহ তার বক্তব্য পেশ করতেন।

**রাসূলের দায়িত্ব ও কর্মের পক্ষে আল কোরআন**

১. আল কোরআন বলছে আল্লাহর সাথে আল্লার নবীরও আনুগত্য করতে হবে। এর অর্থ অদৃশ্যমান আল্লাহ এবং দৃশ্যমান একজন মানুষের আনুগত্যের মর্যাদা সমান এক ও অভিন্ন। আল কোরআন বলছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ -

"হে ইমানদারগণ! আল্লার আনুগত্য কর (আইন মেনে চল) এবং রাসূলেরও আনুগত্য করা।"[১১]

**২. রাসূলের আনুগত্য করার অর্থ হলো আল্লার আনুগত্য করা:**

এ প্রসঙ্গে আল কোরআনের ভাষ্য হচ্ছে,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ -

"যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে (মূলত:) আল্লাহরই আনুগত্য করলো"[১২]

وَ مَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো সে সুস্পষ্টভাবেই পথভ্রষ্ট হলো।"[১৩]

রাসূলের আনুগত্যই আল্লার আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যহীনতা মানে রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত রীতি নীতি আইন কানুন বর্জন আর এ বর্জনের অর্থ হলো আল্লাাকে বর্জনের শামীল।

**৩. রাসূল (সা:) মানব জাতির জন্য মডেল বা অনুকরণীয়**

আইনের চিরস্থায়ী মৌলিক উৎস হওয়ার জন্য আইনদাতার বা নির্দেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হতে হবে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং তার চারিত্রিক মাত্রা হতে হবে সবচেয়ে পুত-পবিত্র। রাসূল আল্লাহ (সা:) ই এ সব গুণে উত্তীর্ণ একমাত্র ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে আল কোরআন বলছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

"নিশ্চিতভাবে আল্লার রাসূল এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে।[১৪]

একজন ব্যক্তি প্রশাসনিক দক্ষতায় ভালো মানুষ হতে পারেন, অপরাপর মানবিক যোগ্যতায়ও ভাল হতে পারেন, কিন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার কর্ম, আচরণ, লেনদেন, কর্মে দৃঢ়তা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ত্রুটিমুক্ত আচরণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আর তা সম্ভব ছিল রাসূল আল্লাহ (সা:) এর পক্ষে। অতএব, ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক সাংস্কৃতিক

---

১১. আল কোরআন, আল নিসা, ৪:৫৯; আল ইমরান, ৩:৩২, ১৩২.

১২. আল কোরআন, আন নিসা, ৪:৮০

১৩. আল আহাযাব, ৩৩:৩৬ বোখারী বর্ণিত ৭১৩৭ নং হাদীসটিও অনুরূপ।

১৪. আল কোরআন, আল আহযাব, ৩৩:২১, আল কলম, ৬৮:২-৮

সহ জীবনের সকল পথ ও মতের জন্যই মুহাম্মদ (সা:) একমাত্র নির্ভরযোগ্য এবং পরিপূর্ণ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

**৪. সুন্নাতে রাসূলের স্বাধীনভাব আইন প্রণয়নের ক্ষমতা**

আইন প্রনয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা (Absolute Power) আল কোরআনের। তবে কোরআনের ভাষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। এক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূলের কাজ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াত বা আইনের ব্যাখ্যা দান করা এবং তা বাস্তবায়নের নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করা। অতএব এ ক্ষেত্রে সুন্নাহ হচ্ছে আল কোরআনের পরিপূরক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূলের স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়নেরও ক্ষমতাও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আল কোরআনে ভাষ্য হচ্ছে-

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"তিনি (রাসূল সা.) তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎ কর্মের, বারণ করেন অসৎ কর্মের, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন, নিষিদ্ধ করেন যাবতীয় হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের ওপর থেকে বোঝা কমিয়ে দেন এবং তাদের থেকে গুরুভার ও শৃংখলসমূহ অপসারণ করে দেন যা তারা বহন করে চলছিল।"[১৫]

আইন আদালতের কাজই হচ্ছে জনগণকে সঠিক পথ দেখানো। অন্ধকার পথ থেকে বাঁচানো, যা ভাল, শরীর মন ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী তার অনুমোদন দেয়া এবং ক্ষতিকারক বস্তুকে অবৈধ ঘোষণা ইত্যাদি। সুন্নাতে রাসূল (সা:) এ কাজগুলোই করে থাকে। আল কোরআনের সম্পূরক ছাড়াও সুন্নাতে রাসূল সেই সব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত যেখানে আল কোরআন নীরব। যেমন-

স্বেচ্ছায় ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগকারীর জাতিকে শাস্তির ব্যাপারে আল কোরআন নীরব, শুধুমাত্র পরকালে সে ব্যক্তি কাফের হিসেবে উঠবে তা বলা হয়েছে।

وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম ত্যাগ করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর তারা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী।[১৬]

এটা বলা হয়ে থাকে যে, আল কোরআনে প্রায় ২০ বার ধর্মত্যাগ বা ইরতিদাদ এর প্রসঙ্গে এসেছে কিন্তু এর দুনিয়াবী শাস্তির কথা কোথাও উল্লেখ হয়নি। তাহলে শাস্তির বিষয়টি কোথায়? মূলত: শাস্তির এ বিষয়টি এসেছে সুন্নাতে রাসূল (সা:) থেকে, আর

১৫. আল কোরআন, আল আ'রাফ; ৭:১৫৭

১৬. আল কোরআন, আল বাকারাহ, ২:২১৭, ১০৮, আল নিসা, ৪:১৬৭. মোহাম্মদ, ৪৭:২৫; আল নিসা, ৪:১৩৭, আল ইমরান, ৩:৮৭

তা হলো, “যে কেউ তার দীন (ধর্ম) পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।”[১৭] জেনার শাস্তির ১০০ বেত্রাঘাতের বিধানটি এসেছে সুরা আল নূরের ২য় আয়াতে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে এ আয়াতটি অবিবাহীত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অপরদিকে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড কার্যকরের বিধানটি এসেছে সুন্নাতে রাসূল (সা:) থেকে। এতদ সংক্রান্ত হাদিসটি হলো-

**أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.**

“আবু হোরাইরা (রা:) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে থাকা অবস্থায় একজন ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যেনা করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যদিকে তার মুখ ফিরায়ে নিলেন। লোকটিও পূণর্বার রাসূলের দিকে মুখ করে বলতে থাকলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যেনা করছি। এভাবে সে তা চার বার বললো। অত:পর রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি পাগল? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল। অতপর রাসূল (সা:) সাহাবীদের বললেন, একে নিয়ে যাও এবং পাথর মারো।[১৮]

মদপানের ৪০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি, দাদার ১/৮ ভাগ মিরাস সহ অসংখ্য বিধান সুন্নাতে রাসূল এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত যার অনুসরণ কোরআনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, যে সুন্নাহ আল কোরআনের সম ক্ষমতা পালনে সক্ষম সে সুন্নাহ শরীয়াতের আইন হওয়ার এবং এর উৎস হওয়া একান্তই যৌক্তিক।

**৫. আল কোরআনের ব্যাখ্যা দান এবং গোপন করা সত্যের উৎঘটন।**

আল কোরআন বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় প্রেরিত আল্লার কালাম, এর আছে ব্যাখার প্রয়োজন। কারণ কোন প্রেক্ষাপটে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ব্যবহারযোগ্য তা একমাত্র রাসূলুল্লারই জানা। অতএব, এর ব্যাখ্যা (Interpretation) দান তারই কাজ। পূর্বে প্রেরিত আসমানী কিতাব যেমন তাওরাত-ইনজিলের তথাকথিত অনুসারীরা আল্লার কালামের যেসব অংশ স্বীয় স্বার্থে গোপন করেছে- তা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করাও ছিল তাঁর দায়িত্ব ও কর্মের অংশ। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনের বক্তব্য হলো:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

“তোমার নিকট (হে নবী) এই যিকর / (কোরআন) পাঠিয়েছি যাতে তুমি মানুষের

---

১৭. ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এ হাদিসটি সুন্নান আন নাসাঈ এর ৫ম খন্ড, পাঠ ৩৭, নং ৪০৬৪

১৮. সহীহ আল বোখারী; ৭ম খন্ড, কিতাব ৬৩, হাদিস নং ১৯৬

নিকট এর ব্যাখা দান করতে পার।[১৯] এবং

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ

.

"হে কিতাবধাবীরা! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন। কিতাবের যে অংশ তোমরা গোপন করতে তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মাফ করে দেন।[২০]

**৬. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রণীত সকল নির্দেশনা শর্তহীনভাব মানতে হবে**

রাসূলুল্লাহ (সা.) যেহেতু আল্লার নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত অতএব তার দেয়া সব কিছুই মানতে হবে। তা হ্যাঁ বোধক হোক বা না বোধকই হোক। এ ক্ষেত্রে আল্লার নির্দেশ হচ্ছে,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"রাসূল তোমাদের যা করতে বলেন তাই কর, আর যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"[২১]

সুন্নার প্রতি রাসূলের নির্দেশ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় কর যাতে এর দ্বারা তাদের পবিত্র করা যায় এবং বরকতময় করা যায় এবং তাদের জন্য দু'আ কর।"[২২]

আয়াতটি ছোট বটে তবে এর অর্থ ব্যাপক ও বিশাল। রাসূল (সা) করণীয় সকল কিছুরই আদেশ করেছেন, বর্জনীয় ক্ষতিকর সকল বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। পিতা-মাতা, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদয় হওয়ার কথা বলেছেন। তাদের মনে কষ্ট হয়, অধিকার খর্ব হয় এমন কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। দ্বিন বা ইসলাম কায়েমে সক্রিয় থাকার কথা বলেছেন। জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলতে বলেছেন, প্রয়োজনে সম্পর্ক ছেদ করতে বলেছেন। আরও কত কি। সবই সুন্নাতে রাসূল হিসেবে পালনীয় অথবা বর্জনীয়। আর তা মানা না মানার উপর মুসলিম থাকা-না থাকা নির্ভরশীল। (চলবে)

১৯. আল কোরআন, আন নাহল, ১৬:৪৪
২০. আল কোরআন, আল মায়েদা, ৫:১৫
২১. আল কোরআন, আল হাশর, ৫৯:৭
২২. আল কোরআন, তাওবা, ০৯:১০৩; আন নূর, ২৪:৬৩

৫২ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

# আফগানিস্তান পরিস্থিতি

মীযানুল করীম

আফগানিস্তানে তালেবান প্রধান সরকারের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতের সাম্প্রতিক কুটনৈতিক উদ্যোগ সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ। বিবিসি এক বিশ্লেষণে বলেছে, ভারত আফগান অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাকে নতুন ভাবে দেখছে। তালেবানের কাছে আফগান রাজধানী কাবুলের পতনের ৩ বছর পর ভারতের এই পদক্ষেপ। তালেবানরা ক্ষমতায় আসার পরে ভারত বড় ধাক্কা খেয়েছিল। কারণ, সামরিক প্রশিক্ষণ, বৃত্তি এবং নতুন সংসদ ভবন নির্মাণের মেগা প্রকল্পের দুই দশকব্যাপী প্রচুর বিনিয়োগ মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়। কাবুলের পতন আফগান অঞ্চলে পাকিস্তান ও চীনের প্রভাব সুপ্রশস্ত করে দেয়। পাশাপাশি ভারতের দুর্বলতা ফুটে ওঠে। নয়াদিল্লির কৌশলগত ভিত্তি দুর্বল হওয়ার ফলে সুরক্ষা সম্পর্কিত উদ্বেগ তৈরী হয়। এবার এই পরিস্থিতি বদলানোর একটি প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দুবাইয়ে ভারতের শীর্ষস্থানীয় কূটনৈতিক বিক্রম মিস্ত্রি তালেবানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'আমির খান মুত্তাকীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। দুই পক্ষই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের জন্য এ সাক্ষাৎকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ বলে অভিহিত করেন। তালেবান দৃষ্টিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। অর্থনীতির দিক দিয়েও ভারত বিরাট। ঐ বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল চাবাহার বন্দর, যা ভারত তৈরি করেছে করাচি ও গোয়াদার বন্দরকে পাশ কাটানোর জন্য।

মার্কিন থিংকট্যাংক উইলসন সেন্টারের মাইকেল কুগেলম্যান বিবিসিকে বলেন, ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তালেবান নেতৃত্ব যে বৈধতা চেয়ে এসেছিল, দিল্লি এখন তা দিয়ে দিয়েছে। এই পদক্ষেপ এমন একটা দেশের পক্ষ্য থেকে এসেছে, যার সাথে এর আগে তালেবানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো না। এতে বিষয়টি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং তালেবানের জন্য কূটনৈতিক বিজয় বলে মনে করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে সে দেশে মানবাধিকার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। তালেবান সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে বিভিন্ন দেশ নানা ধরণের পন্থা অবলম্বন করছে। যেমন, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে তালেবান সরকারের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পর্ক রেখেছে চীন। এখন পর্যন্ত কোনো দেশ তালেবান সরকারকে

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি না দিলেও ৪০টা দেশ কোনো না কোনোভাবে তালেবান সরকারের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ রেখেছে। আফগানিস্তানে ভারতের সাবেক

রাষ্ট্রদূত জয়ন্ত প্রসাদ ভারতের সাম্প্রতিমতম পদক্ষেপের বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রেখে জানিয়েছেন, গত তিন বছর ধরে ফরেন সার্ভিস কুটনীতিকের মাধ্যমে তালেবানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে ভারত। ১৯৯০ এর দশকে গৃহযুদ্ধের সময়ে ভারত আফগানিস্তানে তার কনস্যুলেটগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলো এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালে আবার তা চালু করেছিল। জয়ন্ত প্রসাদের মতে, 'আমরা চাইনি ঐ বিরতি ঘটুক। তাই আমরা যোগাযোগ গড়তে চেয়েছি। খুব সহজ ভাবেই এটা সম্পর্কের একটা ধাপ। ভারতের সাথে আফগানিস্তানের বন্ধন ঐতিহাসিক এবং সভ্যতার বন্ধন। ভারতের পার্লামেন্টে গত বছর এমন মন্তব্য করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। আফগানিস্তান জুড়ে ৫০০টিরও বেশি প্রকল্পে ভারত ৩০০ কোটি ডলারের বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছিলো।

আফগান মেয়েদের জন্য স্কুল খুলে দিতে জ্যেষ্ঠ নেতাদের প্রতি আহ্ববান জানিয়েছেন আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের ভারপ্রাপ্ত উপপররাষ্ট্র মন্ত্রী শের মোহাম্মদ আব্বাস স্তানাকজাই। তিনি বলেন, 'নারীদের শিক্ষার উপর বিধিনিষেধ আরোপ ইসলামী শরীয়'আহ্ আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। নারীদের জন্য শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার জন্য ইসলামিক আমিরাতের (আফগান তালেবান) নেতাদের কাছে অনুরোধ করছি।'

২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার নেতৃত্বের বহুজাতিক বাহিনীর প্রত্যাহারের জেরে পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয় আফগান সশস্ত্র রাজনৈতিক দল তালেবান। এরপর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত দেশটিতে নারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয় দলটি। এই নীতি অন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে।

শের মোহাম্মদ আব্বাস স্তানাকজাই ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে বহুজাতিক বাহিনী প্রত্যাহারের আগে কাতারের দোহায় তালেবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আলোচকদের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তালেবান প্রশাসন স্তানাকজাইয়ের মন্তব্যের বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

তালেবান সরকার আফিম চাষ বন্ধ করে সেখানে কৃষি কাজ, বিশেষ করে ডালিম ও আঙ্গুর চাষ করে জুস তৈরি করে বিদেশে রফতানি করে অর্থ উপার্জন করছে। শরী'আহ বাস্তবায়নের সুদূর প্রসারী প্রভাব পরছে দেশটিতে।

আফগানিস্তানের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে দেশটির সম্পর্কের উপর। তালেবান সরকারের শাসনামলে দেশটিতে সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হ্রাস পেয়েছে; নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দেশটিতে তালেবানের শক্তিশালী রাজনৈতিক কিংবা সশস্ত্র কোনো প্রতিপক্ষও নেই। এ ছাড়া দেশটি দুর্নীতি ও বিভিন্ন সশস্ত্রগোষ্ঠীকে দমন করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। রফতানি প্রধানত কৃষি, খনিজ ও বস্ত্রপণ্যকেন্দ্রিক দিন দিন বাড়ছে। সর্বোপরি বিশ্বের দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে যেহেতু আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করতে

পেরেছে, সুতরাং কোনো পরাশক্তি আফগানিস্তানের নিরন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করবে না; যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে আফগানিস্তান তাদের নিজেদের ভাগ্য গড়তে পারবে। পরাশক্তির নিয়ন্ত্রণহীন, সামরিক কৌশলে অভিজ্ঞ, খনিজ সম্পদে ভরপুর; সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিরাট শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা আফগানিস্তানের রয়েছে।

দুই দশকের যুদ্ধ শেষে ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোটের সেনাদের হটিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আফগানিস্তানের ক্ষমতায় তালেবান। ইসলামিক শরী'আহ আইনের ভিত্তিতে চালানোর সিদ্ধান্ত দেশটির। ক্ষমতা গ্রহণের দুই বছরেও দেশটিকে অনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি কোনো দেশ। আসতে থাকে নিষেধাজ্ঞা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চাপ। তালেবান নেতারা সেই ধাক্কা সামলিয়েছেন সফলভাবেই। সমাধান করেছেন বিভিন্ন গ্রুপের দ্বন্দ্ব। বিশ্বের সমর্থন ব্যতিরেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান পুনরুদ্ধার, দুর্নীতি দমনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। বদলেছে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।

সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো- বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন করা।

২০২৩ সালের জুনে প্রথমবারের মতো উচ্চপর্যায়ের কোনো আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে আফফগানিস্তান সফর করেছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী। এ বছর কাতারের দোহায় মার্কিন প্রতিনিধি দলের সাথেও বৈঠক করেছেন তালেবান কর্মকর্তারা। স্বীকৃতি না পেলেও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের প্রত্যাশায় অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীন, কাজাখস্তান সহ বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে আফগান সরকার। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া ও ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমে আটকে থাকা দেশটির শত শত কোটি ডলার অর্থ ছাড়ে আলোচনা করছে। এসব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বরাবরই আফগানিস্তানে নারীদের উপর তালেবানের বিভিন্ন বিধি-নিষেধ তুলে নেয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। তালেবান বলছে শরি'আহ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আফগানিস্তানের অর্থনীতি ধসে পড়ছে না; বরং এসময়ে উন্নত হচ্ছে। দেশে রফতানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নও গতি পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুসারে, ২০২৫ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২-৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে। মুদ্রা শক্তিশালী হলে তেল, বিশেষ করে অপরিশোধিত তেলসহ বিভিন্ন জরুরি পণ্য আমদানির চাপ কমতে পারে আফগানিস্তানের উপর। এদিকে আর্থিক সঙ্কটে থাকা তালেবান প্রশাসন দেশটির সমৃদ্ধ খনিজসম্পদে বিনিয়োগ খুঁজছে।

আফগানিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে খনিজসম্পদ সমৃদ্ধ দেশগুলোর একটি, যেখানে এক হাজার ২০০টিরও বেশি খনিজ ক্ষেত্র রয়েছে। দেশটিতে প্রায় তিন ট্রিলিয়ন ডলারের খনিজ সম্পদ রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, তিন কোটি-৮০ লাখ জনসংখ্যার দেশটিতে

২ দশমিক ২ বিলিয়ন টন লোহা, ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন টন মার্বেল, ৫১ দশমিক ৪ মিলিয়ন টন বিরল খনিজ সম্পদ এবং ১৮৩ মিলিয়ন টন অ্যালুমিনিয়াম মজুদ আছে। দেশটির দু'টি খনিতে আনুমানিক দুই হাজার ৬৯৮ কেজি সোনা মজুদ আছে। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক করপোরেশনগুলোর সাথে সাতটি খনি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সরকার। অংশগ্রহণকারী সরকার কোম্পানিগুলো আগামী তিন দশকে ৬০০ কোটি ডলারের বেশি বিনিয়োগ করবে। চুক্তি অনুযায়ী সোনার ৫৬ শতাংশ, তামার ১২ শতাংশ, সিসার ২০ শতাংশ এবং লোহার ১৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।

আফগানিস্তানে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন টন জনপ্রিয় গোলাপি মার্বেল, ৫০০ মিলিয়ন টন চুনাপাথর ও বেলে পাথরসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন খনিজ ও পাথর আছে। ঐতিহাসিকভাবে ল্যাপিস লাজুলি, পান্না ও রুবির অন্যতম উৎস আফগানিস্তান। লিথিয়াম, ইউরেনিয়ামসহ আফগানিস্তান আনুমানিক ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন টন বিরল খনিজসম্পদ আছে। দেশটিতে আনুমানিক ১৫২ মিলিয়ন টন ব্যারাইট আছে, যা সাধারণত তেল ও গ্যাস শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

তালেবান সরকার কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না পেলেও কাজ করছে চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার ও পাকিস্তানের সাথে। দেশটির একটি তেলক্ষেত্রের ১০টি কূপের মধ্যে ৯টি থেকে ২০০টন জ্বালানি তেল উত্তোলন করা হচ্ছে চীনের সহযোগীতায়, যার উত্তোলন ক্ষমতা এক হাজার টনের বেশি।

আফগানিস্তনের রুক্ষ শুষ্ক উত্তরাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের পুষ্টিপা নামে একটি খাল খুঁড়ছে। সরকারে আশা, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তাদের সাড়ে পাঁচ লাখ হেক্টর মরুভূমি সবুজ কৃষি জমিতে রূপান্তিত হবে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও ক্রমাগত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হচ্ছেন সরকার। পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে ইতিবাচক তথ্য দেশটির ভবিষ্যতের জন্য খুবই ইতিবাচক। দেশটির অর্থমন্ত্রণালয়ের মতে, 'আফগানিস্তান বিশ্বাস করে, যদি তাদের ব্যাংকের উপর  নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং আটকে রাখা অর্থ ফেরত দেয়, তবে আফগানিস্তানের অর্থনীতি অতি দ্রুত আরো উন্নতি ও স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হতে পারবে। এর ফলে দেশটিতে শান্তি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। মধ্যপ্রাচ্যে জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী ভঙ্গুর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের অর্থনীতি এবং শাসনব্যবস্থা উল্লেখ করার মতো।

ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের মতে, দেশটির ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় পঙ্গুত্ব এবং পশ্চিমাদের উন্নয়ন সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া সত্ত্বেও তালেবান সরকার আফগান মুদ্রার স্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, আমদানি পুরুজ্জীবিতকরণ, রফতানি বৃদ্ধি এবং শুল্ক ও

কর সংগ্রহ বৃদ্ধিতে অগ্রগিত অর্জন করেছে। ইউএনডিপি ২০২৩ সালে দেশটিতে ১.৩ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য আফগানিস্তানের ৩.৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তবে এর জন্য আফগানিস্তানের নীতিগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে বলেছে।

বিশ্বে আফিম উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে ছিল আফগানিস্তান। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত দফতর (ইউএনডিপি) এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০২৩ সালে দেশটিতে আফিম চাষ দুই লাখ ৩৩ হাজার হেক্টর থেকে কমে ১০ হাজার ৮০০ হেক্টরে নেমেছে; উৎপাদন ৯৫ শতাংশ কমে ৩৩৩ টনে দাঁড়িয়েছে। অথচ পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত আফগান সরকার আফিম চাষ করিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত আর তালেবানদের দোষারোপ করত।

অর্থনীতির মূল সূচকগুলোতে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিকে ইতিবাচক বলেছে বিশ্বব্যাংক। তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন বলছে, ২০২২ সালে মূল্যস্ফীতি হ্রাস, জাতীয় মুদ্রামান স্থিতিশীল রয়েছে। ২০২২ সালের জুন মাসে মূল্যস্ফীতি ১৮.৩ শতাংশ থাকলেও নভেম্বরে তা ৯.১ শতাংশে নেমে আসে। শিগগিরই মুদ্রাস্ফীতি ৬.১ শতাংশে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার সব সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছে। ২০২২ সালের ২২ মার্চ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটি ১৩ হাজার ৫৯০ কোটি আফগানি (১৫৪ কোটি ডলার) রাজস্ব আদায় করেছে। ২০২২ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বরের মধ্যে ২০২১ সালের তুলনায় ৯০ শতাংশ বেড়ে ১.৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার সাগে ২০২০ ও ২০২১ সালে রফতানির পরিমাণ ছিল থোক্রমে ৯০০ ও ৮০০ মিলিয়ন ডলার। দ্য অবজারভেটরি অব ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটির (ওইসি) মতে, ২০১৯ সালে আফগানিস্তানের মোট রফতানি ২ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আফগানিস্তানের জাতীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধির বিষয়টিও উঠে এসেছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে আফগানিস্তানের জাতীয় মুদ্রা আফগানির মান ৮৭ থেকে ৮৯ এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বছর ধরে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, জাতিসংঘের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা থেকে পাওয়া বিলিয়ন ডলার এবং এশীয় প্রতিবেশীদের সাথে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের কল্যানেই দ্বিতীয় প্রান্তিকে আফগানিস্তানের মুদ্রা বিশ্বব্যাপী র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছে। ভয়াবহ দারিদ্র্যপীড়িত একটি জনগোষ্ঠী নিয়ে এমন অবস্থানকে অস্বাভাবিকই ভাবা হচ্ছে।

আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্কিন ডলার ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার মোকাবেলায় আফগানি অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নিলামে মার্কিন ডলার বিক্রি করেছে। সেখানে বিদেশী মুদ্রার লেনদেনের বড় একটি অংশই হয় মানিচেঞ্জারের মাধ্যমে। আর্থিক নিষেধাজ্ঞার কারণে আফগানিস্তানে এখন প্রায় সব রেমিট্যান্সই শতাব্দী প্রাচীন হুন্ডির মাধ্যমে পাঠানো হয়। স্থানীয় লেনদেনে ডলার ও পাকিস্তানি রুপির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা

এবং দেশের বাইরে থেকে কাগজের নোট আকারে ডলার আসার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

অনলাইন বাণিজ্যও অবৈধ ঘোষণা করেছে। এসব আইন না মানলে কারাদণ্ডের হুমকি রয়েছে। ফলে গত কয়েক মাস ধরে ডলারের সাথে আফগান অর্থের এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীল রয়েছে। একই সাথে ইরান ও পাকিস্তানের মুদ্রার বিপরীতেও আফগানি মুদ্রার মান দ্রুত মূল্য বাড়ছে।

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, নগদ অর্থের প্রবাহ ও রেমিট্যান্সের কারণে চলতি প্রান্তিকে আফগানির মান ৯ শতাংশ বেড়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর আফগানির মান ১৪ শতাংশ বাড়ল। সেই হিসেবে এ বছর কলম্বিয়া ও শ্রীলঙ্কার পরই বিশ্বের তৃতীয় সেরা মুদ্রা হচ্ছে আফগানি। তবে দেশটিতে বেকারত্বের হার ব্যাপক। দুই-তৃতীয়াংশ পরিবারই মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। এত দিন ছিল মূল্যস্ফীতি, এখন তা মূল্য-সঙ্কোচনে রূপ নিয়েছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে তালেবানের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা থেকেই দেশটির অর্থনীতি নিয়ে পশ্চিমা-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম নানা ধরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রচার ও প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে আসছে। অথচ বাস্তবে কথিত বিশ্ব সম্প্রদায়ের নানা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং রফতানির পরিসংখ্যান দ্রুত বাড়ছে। ফলাফলস্বরূপ, বিশ্ব ব্যাংক নিজেই বলেছে যে, আফগাস্তিানের অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে।

তালেবানরা তাদের আদর্শ অনুযায়ী স্বদেশ গঠন করবে। এতে কার কি বলার আছে। শুধু দেখতে হবে, মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়। আফগানিস্তান যাতে প্রতিবেশীর সাথে খারাপ না করে।

"যত দোষ নন্দ ঘোষ"- তালেবানদের উপর গিয়ে পড়ে। তালেবানকে এ ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে যাতে তাদের উপর গিয়ে সব দোষ না পড়ে। তালেবানদেরকে তাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কারণ, সারা বিশ্ব ওদের বিরুদ্ধে। পান থেকে চুন খসলে ওদের দোষ হবে; এ কথা ওদের মনে রাখতে হবে। এখন তাদের ভাল কাজেরও বিকৃত প্রচার হয়। এজন্য তাদের জনসংযোগ বাড়াতে হবে ও প্রচার বাড়াতে হবে। অন্যথায় প্রতিপক্ষ উল্টোপাল্টা প্রচারের সুযোগ পাবে। আফগানিস্তানের কুটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। কূটনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে। অন্যথায় সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখতে হবে, তারা ক্ষমতায় আছে। ক্ষমতায় থাকলে তখন স্বাভাবিক ভাবেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য সর্তকতার সাথে পথ চলতে হবে। না হয় অহেতুক দুর্নামের-বোঝা বইতে হবে। এ কথা যেন তারা ভুলে না যায়। ■

**প্রশ্ন-১ ঃ শা'বান মাসের ২৯ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রমাযানের চাঁদ দেখেছে মর্মে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পরদিন সেদেশে রমাযানের সিয়াম রাখা শুরু হয়। ৩০ সিয়াম পূর্ণ করার পর আকাশ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও শাওয়াল মাসের চাঁদ ('ঈদের) চাঁদ দেখা যায়নি, এমন অবস্থায় করণীয় কি?**

**আবু বকর, নাটোর**

**উত্তর ঃ** এই প্রশ্নের উত্তর আমরা হাদিস থেকে জেনে নেব। আব্দুল্লাহ ইবন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান মাস সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, তোমরা (রমাযানের) চাঁদ না দেখে সিয়াম শুরু করবে না এবং (শাওয়াল) মাসের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতার ('ঈদ) করবে না। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ৩০ দিন পূর্ণ কর (সহিহ মুসলিম, অধ্যায় সিয়াম, অনুচ্ছেদ-২; চাঁদ দেখে রোযা রাখা, চাঁদ দেখে ইফতার ('ঈদ) করা এবং মাসের প্রথম বা শেষ দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ৩০ দিনে মাস পুরা করা। হাদিস নং ৬৬)

রমাযানের সিয়াম পালন করা ও 'ঈদ উদযাপন করা সম্পর্কে হাদিস থেকে কয়েকটি মূলনীতি পাওয়া যায়। আর তা হলো-

**এক:** চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু করা।

**দুই :** চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করা সমাপ্ত করা ও 'ঈদ করা।

**তিন :** আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাস ৩০ দিন পূর্ণ করা।

**চার :** আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে দু'জন লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিয়াম পালন করা শুরু করা অথবা সমাপ্ত করা।

**পাঁচ :** চন্দ্র মাস ২৯ দিনের কম হয় না এবং ৩০ দিনের বেশিও হয় না। এসব মূলনীতির আলোকে ৩০শে রমাযান অবশ্যই চাঁদ দেখা যাবে। কিন্তু সাক্ষীর সাক্ষ্য মতে ৩০শে রমাযানেও শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়নি, আকাশও পরিষ্কার, চাঁদ উঠলে অবশ্যই দেখা যাবে, না দেখার কোনই কারণ নেই। এমন অবস্থায় যেহেতু 'ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি আকাশও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং চাঁদ দেখা না যাওয়ার কোন কারণ নেই, অতএব এই কথা বলা ছাড়া কোন উপায় নেই সিয়াম একদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে। অতএব আজ ৩০ রমযান নয় বরং ২৯ রমাযান, আগামীকাল হবে ৩০ রমাযান। সুতরাং আগামীকাল সকলের সিয়াম পালন করতে হবে।

**প্রশ্ন-২ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতবার এবং কখন হাজ্জ করেছেন এবং কতবার উমরা করেছেন?**

**নাকিবুল ইসলাম, কচুয়া, চাঁদপুর**

**উত্তর ঃ** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বার হজ্জ করেছেন এবং চারবার উমরা করেছেন।

হাদীসে এসেছে,

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার হজ্জ করেছেন ঃ হিজরাতের পূর্বে দুইবার এবং হিজরাতের পরে একবার। এই ( শেষোক্ত) হজ্জের সঙ্গে তিনি উমরাও করেছেন।[১]......

অন্য একটি হাদীসে আছে,

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারবার উমরা করেছেন ঃ ১. হুদাইবিয়ার উমরা, ২. এর পরবর্তী বছর দ্বিতীয় উমরা। এটি ছিল যিলকদ মাসে কাযা উমরা হিসেবে, ৩. তৃতীয় উমরা হলো জি'ইররানা নামক স্থান থেকে এবং ৪. চুতুর্থ উমরা তাঁর হাজ্জের সঙ্গে আদায় করেন। [২]

**প্রশ্ন-৩ ঃ একজন মুসলিম ২৯শে শা'বান রমাযানের চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষ দিয়েছে। লোকেরা তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি। এবং তার সাক্ষ্য মতে পরের দিন কেউ সিয়ামও রাখেনি। অবশ্য সে সিয়াম রেখেছে। সিয়াম শেষ প্রান্তে। কিন্তু তার সাক্ষ্য অনুসারে ৩০ শে রমাযান শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে পরদিন সবাই সিয়াম রেখেছে। (এদিনটি সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য অনুসারে ৩১ শে রমাযান হয়) আমাদের জানার বিষয় হলো : সে (অর্থাৎ ২৯ শা'বান রমাযানের চাঁদ দেখার সাক্ষদাতা) পরের দিন সবার সাথে রোযা রাখবে কিনা? তার তো রোযা ৩০টি পূর্ণ হয়ে গেছে।**

**তাসলিমা আক্তার, মগবাজার, ঢাকা**

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ সে পরের দিন সবার সাথে সিয়াম রাখবে, যদিও এটি তার ৩১তম সিয়াম হয়। হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সিয়াম (রোযা) হলো, যেদিন তোমরা সকলে সিয়াম পালন করো। ঈদুল ফিতর হলো, যে দিন তোমরা সকলে সিয়াম ভঙ্গ করো (বা ঈদ) করো। আর ঈদুল আযহা হলো, যেদি তোমরা সকলে কুরবানী করো।[৩]

এই হাদীস প্রমাণ করে, সকল মুসলিম একত্রে ও একসাথে সিয়াম পালন এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপন (ও কুরবানী) করবে।

ফাতওয়া শামীতে উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব এভাবে দিয়েছে, যে ব্যক্তি (২৯শে শা'বান) রমাযানের চাঁদ দেখেছে, সে পরের দিন সিয়াম পালন করলে এবং সে ত্রিশটি সিয়াম পূর্ণ করলেও সবার সাথে একত্রে সিয়াম পালন করা সমাপ্ত করবে।[৪]

যে ব্যক্তি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির শরী'আহসম্মত সিদ্ধান্তের পরও সিয়াম ভাংবেনা সে গুনাহগার

1. জাতি' আত-তিরমিযী, অধ্যায় : হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ৬-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতবার হজ্জ করেছেন, হাদীস নং-৭৬২
2. দেখুন জামে' আত-তিরমিযী, নবম অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭
3. জামি'আত তিরমিযী, অধ্যায় : সিয়াম, অনুচ্ছেদ : ১১ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সম্মিলিতভাবে উদযাপন করা, হাদীস নং-৬৪৯
4. রাদ্দুল মুহতার-ফাতওয়া শামী : খ-২, পৃ. ৩৮৪

হবে। কেননা এদিনটি শরী'আহসম্মত সাক্ষের ভিত্তিতে ঈদের দিন প্রমাণিত হয়েছে। আর ঈদের দিন সিয়াম পালন করা হারাম।[৫]

**প্রশ্ন-৪ ঃ কারো সিয়াম অবস্থায় বমি হয়েছে। সে মনে করছে এতে তার সিয়াম ভেঙে গেছে। তাই সে কিছু খাবার খেয়ে ফেলেছে। প্রশ্ন হল- বমি হলে কি সিয়াম ভেঙ্গে যাবে? এবং কেউ যদি বমি হলে সিয়াম ভেঙ্গে গেছে মনে করে কিছু খায় বা পান করে তাহলে কি তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে?**

**সুমন রায়হান, পাবনা**

**উত্তর ঃ** সিয়াম অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে তাতে সিয়াম ভাঙবে না, এবং বমি যদি আপনা আপনি ফিরে যায় তাহলে তাতেও সিয়াম ভাঙবে না। তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি ফিরিয়ে নেয় বা গলধকরণ করে তাহলে তাতে তার সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইচ্ছা করে, মুখ ভরে বমি করে তাহলে তাতেও তার সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। এতে তার সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না।

বমি হওয়ার কারণে কেউ যদি সিয়াম ভেঙ্গে গেছে মনে করে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে তাতে তার সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। ফলে সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে, তবে কাফফারা দিতে হবে না।[৬]

**প্রশ্ন-৫ ঃ ১০ বছর আগে বড় ধরনের অসুস্থতার কারণে রমাযান মাসে মাঝে মধ্যে সিয়াম রাখা সম্ভব হয়নি এবং পরেও অসুস্থতার কারণে উক্ত সিয়ামগুলোর কাযা আদায় করা সম্ভব হয়নি। সুস্থ হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার অনাদায় সিয়ামগুলোর ফিদিয়া দিতে পারব এবং যে বছরের সিয়ামের ফিদিয়া দেবো সেই বছরের গমের মূল্য ধরে দিতে হবে, নাকি বর্তমান মূল্য ধরে দিতে হবে?**

**মুমিনুল ইসলাম, মীরপুর, ঢাকা**

**উত্তর ঃ** প্রথম কথা হল, অসুস্থতার কারণে বিগত দিনে যে সিয়ামগুলো রাখা সম্ভব হয়নি সুস্থ হলে সেই সিয়ামগুলোর কাযা আদায় করা বা সেই সিয়ামগুলো রাখা। কিন্তু অসুস্থতা যদি এমন হয় যে, সুস্থ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই এবং আর কখনো সিয়াম রাখাও সম্ভব হবে না বরং এই অবস্থায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াই অনিবার্য বলে মনে হয়, তাহলে বাদপরা সিয়ামগুলোর ফিদিয়া আদায় করতে হবে। ফিদিয়ার পরিমাণ হবে, প্রতিটি সিয়ামের জন্য একজন মিসকিনকে দু'বেলা অন্তত মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো। কেউ যদি খাবার খাওয়াতে না পারেন, তাহলে প্রতিটি সিয়ামের জন্য অর্ধ সা' গম কিংবা চাউল অথবা তার বর্তমান মূল্য গরীব মিসকিনকে দিতে হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ দিনগুলোর সিয়াম পূরণ করবে। আর যারা সিয়াম রাখার সামর্থ্য রাখে না, তারা যেন দরিদ্রকে খাদ্য

---

5. আহসানুল ফাতাওয়া : খ: ২, পৃ. ৪১৫
6. দেখুন, আহসানুল ফাতাওয়া; ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৩; আপ কি মাসাইল, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৫

খাওয়ায়, ফিদিয়া আদায় করে। " (সূরা আল বাকারা-১৮৫) অর্থাৎ কমপক্ষে অর্ধ সা' গম (সোয়া কেজি) কিংবা তার মূল্য কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করা।

**প্রশ্ন-৬ ঃ সিয়ামপালনকারী ব্যক্তির সিয়াম অবস্থায় কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, মিসওয়াক করা, রান্না করার সময় খাবারে লবণ বা স্বাদ হয়েছে কিনা তা চাখা, বমি হওয়া, রক্ত বের হওয়া, সুরমা লাগানো বা সুরমা নেয়া ও তেল মাখানো প্রভৃতির বিধান কি?**

**জান্নাতআরা বেগম, খুলনা**

**উত্তর ঃ** সিয়ামপালনকারী ব্যক্তির সিয়াম অবস্থায় উযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া শরী'আহ সম্মত ও সর্বসম্মতভাবে বৈধ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম সিয়াম অবস্থায় কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। সিয়ামপালনকারী না হলে নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করতেন।

মিসওয়াক করা জায়েয। প্রয়োজন ছাড়া সিয়াম অবস্থায় খাবারে সাদ দেখা ও লবণ চাখা মাকরূহ। বমি হলে তাতে সিয়াম ভাংবেনা তবে ইচ্ছা করে বমি করলে তাতে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে।

ক্ষতস্থান থেকে অনিচ্ছাকৃত রক্ত বের হলে তাতে সিয়াম ভাঙবেনা। নাক দিয়ে রক্ত পড়লেও সিয়াম ভাঙবেনা। নারীদের ইস্তিহাযার রক্ত বের হলে তাতেও সিয়াম ভাঙবে না তবে নারীদের মাসিক-হায়েয ও নিফাসে সর্বসম্মত মতে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে।

সিঙ্গা লাগালে তাতে অধিকাংশ আলেমের মতে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। চোখে সুরমা লাগালে তাতে সিয়াম ভাঙবে কিনা সে ব্যাপারে দু'টি মত আছে। ঈমাম মালেক (রহ.) এর মতে, সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। কেননা চোখে সুরমা লাগালে তা ব্রেনে চলে যায় বিধায় তাতে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফে'ই রহ. মনে করেন তাতে সিয়াম ভাঙবে না।[৭]

**প্রশ্ন-৭ ঃ আব্দুল্লাহ সিয়াম রেখেছে। সিয়াম অবস্থায় তার প্রচন্ড পেট ব্যাথা শুরু হয়। ঔষধ খাওয়ার পর সুস্থ হয়। প্রশ্ন হল- তার কি সন্ধ্যা পর্যন্ত সিয়ামকারীর মতো না খেয়ে থাকা ওয়াজিব? নাকি মুস্তাহাব? না ইচ্ছাধীন? কোনটি?**

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ, আব্দুল্লাহর সুস্থ হওয়ার পর থেকে সন্ধ্যা অর্থাৎ ইফতারের সময় পর্যন্ত সিয়ামকারীর মতো না খেয়ে থাকা ওয়াজিব। যেমন রমযানে দিনের বেলা মুসাফির মুকিম হলে, পাগল জ্ঞান ফিরে পেলে, রোগী সুস্থ হলে, ঋতুমতি ও প্রসূতি নারী সুস্থ হলে, শিশু সাবালক হলে, কাফির মুসলিম হলে সিয়ামকারীর মতো দিনের অবশিষ্ট সময় না খেয়ে থাকা ওয়াজিব। পরবর্তী সময়ে সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।[৮] ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

---

7. দেখুন, ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. মাজমূ'উ ফাতাওয়া, খ. ২৫, পৃ. ২৬৬-২৬৭
8. আহসানুল ফাতাওয়া : খ. ৩, পৃ. ৪৩২-৪৩৩

# বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত
# বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

**পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে বিশেষ কমিশনে বই কিনুন!**

**এই অফার চলবে ২ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত**

**পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে ক্রয় করুন**

| নং | বইয়ের নাম | লেখক | মূল্য |
|---|---|---|---|
| ১ | দারসুল কুরআন সংকলন-১-২ | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ১৪৫/- |
| ২ | দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩ | প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ | ৪১০/ |
| ৩ | দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩ | ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া | ৩৬০/- |
| ৪ | কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা | খুররম মুরাদ | ১৩০/- |
| ৫ | আল কুরআন এক মহাবিস্ময় | ড. মরিস বুকাইলি | ১০০/- |
| ৬ | সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫ | ইমাম বুখারী (রহ) | ২৭৭০/- |
| ৭ | সহীহ মুসলিম ১-৮ | ইমাম মুসলিম (র) | ৪১২০/ |
| ৮ | জামে আত-তিরমিযী ১-৬ | ইমাম তিরমিযী (র) | ২২০০/- |
| ৯ | সুনান আবু দাউদ ১-৬ | ইমাম আবূ দাউদ (র) | ২২৮০/- |
| ১০ | সুনান আন-নাসাঈ ১-৬ | ইমাম নাসাঈ (র) | ২১৬০/- |
| ১১ | মুসনাদে আহমাদ (১) | ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) | ৩৫০/ |
| ১২ | রিয়াদুস সালেহীন ১-৪ | ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র) | ১৩০০/- |
| ১৩ | শু'আবুল ঈমান | ইমাম বাইহাকী (র) | ১২০/- |
| ১৪ | সীরাতে ইবনে হিশাম | আকরাম ফারুক অনূদিত | ৪৫০/- |
| ১৫ | আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা) | ড. আহমদ আলী | ৭৫০/- |
| ১৬ | উসমান ইবনু আফফান (রা) | ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক | ৩৫০/- |
| ১৭ | আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭ | ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ | ২৩৪০/- |
| ১৮ | তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪ | ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ | ১১২০/- |
| ১৯ | ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ১৮০/- |
| ২০ | ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ১৬০/- |
| ২১ | কবিরা গুনাহ | ইমাম আয যাহাবী (র) | ১৮০/- |
| ২২ | আমরা সেই সে জাতি (১-৩) | আবুল আসাদ | ৩৮০/- |
| ২৩ | বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস | আব্বাস আলী খান | ৪২০/- |
| ২৪ | আল আকসা মসজিদের ইতিকথা | এ এন এম সিরাজুল ইসলাম | ৮০/- |
| ২৫ | উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৭৫/- |
| ২৬ | মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক | শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র) | ৬০/- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭ | ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী | ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী | ১৪০/- |
| ২৮ | নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ১০০/- |
| ২৯ | পর্দার আসল রূপ | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৩০/- |
| ৩০ | দি সোর্ড অব আল্লাহ | লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.) | ৩৫০/- |
| ৩১ | দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া | ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক | ১৪০/- |
| ৩২ | মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা | এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম | ২০০/- |
| ৩৩ | মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা | এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম | ৬০০/- |
| ৩৪ | ইবনুল কায়্যিম (রহ) | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ৪৪০/- |
| ৩৫ | আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা) | এ. কে. এম. নাজির আহমদ | ৭০/- |
| ৩৬ | আল্লাহর দিকে আহ্বান | এ. কে. এম. নাজির আহমদ | ৪০/- |
| ৩৭ | ইসলামী নেতৃত্ব | এ. কে. এম. নাজির আহমদ | ৬০/- |
| ৩৮ | রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ | ইমাম ইবনে কাইয়েম (র) | ১৩০/- |
| ৩৯ | ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি | শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান | ৬০/- |
| ৪০ | সুদ | শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান | ৬০/- |
| ৪১ | আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩) | আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র) | ৪২০/- |
| ৪২ | আল্লাহর পরিচয় | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ২৫/- |
| ৪৩ | সফল জীবনের পরিচয় | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৭০/- |
| ৪৪ | রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি | ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ | ৪০০/- |
| ৪৫ | ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা | ড. আহমদ আলী | ১৮০/- |
| ৪৬ | তাযকিয়াতুন নাফস | ড. আহমদ আলী | ৩০০/- |
| ৪৭ | ইসলামের শাস্তি আইন | ড. আহমদ আলী | ২২০/- |
| ৪৮ | ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ২২০/- |
| ৪৯ | মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য | অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম | ৩৫/- |
| ৫০ | আল্লাহর হক মানুষের হক | জাবেদ মুহাম্মাদ | ২৫০/- |
| ৫১ | ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ | ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক | ৪০০/- |
| ৫২ | ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা | ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন | ৪০০/- |
| ৫৩ | নামায কায়েম কর | অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন | ৩০/- |
| ৫৪ | রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ১১০/- |
| ৫৫ | গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫) | সংকলিত | ২১৯৫/- |
| ৫৬ | যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৬০/- |
| ৫৭ | ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত | জাবেদ মুহাম্মাদ | ২৬০/- |

**যোগাযোগ :** ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com